Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩।১৫।

* শ্রীশ্রীগুরুঃ *

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ-উপদেশামৃত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

২৭

উপদেষ্টা

অনন্তশ্রীমৎ শ্রীশঙ্করস্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্কর তীর্থ জীউ মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সরল মরমে তোমার পরশ
উঠেছে পুলকে জাগিয়া।
আমার এ দু'টি নয়নে তব রূপরাশি
সোহাগে উঠেছে ফুটিয়া॥
আমার এ দু'টি শ্রবণ হ'ল মুখরিত
(তব) নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া।
আমার এ মর রসনা তব নামরসে
মধুর হইল জপিয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* শ্রীশ্রীগুরুঃ *

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ-উপদেশামৃত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অর্থাৎ

(পরমারাধ্য শ্রীচরণ অনিকেতনবাসী)

শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ

অনন্তশ্রীমৎ শ্রীশঙ্করস্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্কর তীর্থ জীউ মহারাজ

উপদিষ্ট ৫১টি উপদেশের সংগ্রহ

[সন ১৩৬৬ সালের শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমীতে (২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর ১৯৫৯)
পরমারাধ্য অনন্তশ্রী শ্রীগুরুঠাকুর মহারাজ জীউর
শুভ আবির্ভাব তিথি-উৎসব-উপলক্ষ্যে তাঁহার
উপদিষ্ট এই অমূল্য 'উপদেশামৃত'
প্রকাশিত হইল।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—প্রকাশিকা—
সেবাপ্রাণ ভক্তিবিনোদ
শ্রীসরলা দেবী
'উমাচরণ আয়ুর্ব্বেদ মন্দির'
১৮।১৪, দশাশ্বমেধ ঘাট
বারাণসী।

দক্ষিণা—বার আনা

মুদ্রাকর
শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ,
গোধুলিয়া, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগঙ্গাষ্টক

(১)

মৃত দেখি ত্যজে যারে দূরে মাতৃগণ,
বান্ধবাদি ভয়ে যারে করে না গ্রহণ,
দর্শনে যাহার পান্থ স্মরেন শ্রীহরি,
তুমি তারে লহ ক্রোড়ে, ওগো ত্বরিতারি !
দয়াশীলা তোমা সম কেবা নাম ধরে ?
তুমিই যথার্থ মাতা ভুবন-মাঝারে ॥

(২)

যদবধি তব ধারা প্রবাহিত ভূমে,
যমপুরী শূন্যপ্রায় রহে প্রতিক্ষণ।
তব জলে তনুত্যাগ করিয়া সকলে
বিষ্ণুলোকে, শিবলোকে করিছে গমন।
রৌরবাদি নরকাদি নীরব হয়েছে।
পতিত-পাবনী নাম ধন্য হয়েছে ॥

(৩)

নদীরূপে জন্মিয়াছ হরিপাদ হ'তে,
শিবশিরে মালারূপে আছ বিরাজিয়া।
তোমাতে ত্যজিব যবে এ দেহ আমারি,
হরিত্ব দিও না মোরে হরত্ব ভুলিয়া।
হরিত্ব দিলে মাগো রবে পাদমূলে,
অপরাধী হ'ব আমি অবনীমণ্ডলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪)

তব জলে তনু ত্যাগি বিষ্ণুরূপ ধরি,
অথবা শিবরূপে যত জীবগণ
চলে যায় জন্ম মৃত্যু উভে তুচ্ছ করি
অপুনর্ভবমুক্তি লভি সেই ক্ষণ ;
হে মাতঃ! দয়া তব করিয়া স্মরণ
পুলকিত রহে মম দেহ অনুক্ষণ ॥

(৫)

স্মরি যবে তব মাতঃ! আচরণরাশি,
চকিত হইয়া মুগ্ধ রহি দিবানিশি।
জলরূপ ধরিয়াও দহিছ পাতক!
নিম্নগামী হইয়াও উর্দ্ধে তুলিতেছ!
বিষ্ণু হ'তে লভি জন্ম বহুপুণ্যফলে,
শত শত বিষ্ণু তুমি প্রসব করিছ!!

(৬)

পার্ব্বতী-সপত্নী তুমি অমৃতক্ষরণে!
নির্ব্বাণ-প্রদায়িনী ত্রিভুবন-ধন্যে!
তব তীরে করি বাস, তব জল করিয়া সেবন,
তরঙ্গে ভাসিয়া তব, ইষ্টভাব করিয়া স্মরণ,
তোমাতে দৃষ্টিপাত থাকিতে থাকিতে,
দেহ যেন পাত হয় শঙ্কর-ঈপ্সিতে ॥

দশাশ্বমেধ ঘাট,
বারাণসী।

শ্রীশঙ্কর তীর্থ স্বামী
শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টমী, ৯ই ভাদ্র ১৩৬৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/78

॥ শ্রীগুরুঃ শরণং মম ॥

নিবেদন

শ্রীশ্রীপরমারাধ্যপাদারবিন্দযুগল অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীগুরু-ঠাকুর মহারাজ জীউর অমূল্য 'উপদেশামৃত' (প্রথম খণ্ড) তাঁহার পূত আবির্ভাব-তিথি-উৎসব-উপলক্ষ্যে সন ১৩৬৩ সালের শুভ শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমীতে (২৬শে আশ্বিন) প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহাতে ১১৮টি উপদেশামৃতের সংগ্রহ ছিল। এবার 'উপদেশামৃত দ্বিতীয় খণ্ড' মুদ্রিত হইল, ইহা ৫১টি উপদেশের সমষ্টি। এই উপদেশামৃতে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত—নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার এই প্রবাহের বৈশিষ্ট্য। ভগবন্নাম কীর্ত্তন ভক্তিভাবের উদ্দীপক ও পুষ্টিকারক। এই হেতু অন্তে 'কীর্ত্তন-পদাবলী' সংযোজিত হইল। এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ জীউ-লিখিত ২৮ খানি পুস্তক-প্রকাশ সাঙ্গ হইল। ইহাদের মধ্যে ১ খানি সংস্কৃত ভাষায়, ৩ খানি হিন্দী ভাষায়, শেষ ২৪ খানি বঙ্গভাষায় লিখিত।

কেমন সুন্দর সরল উপদেশ—"ঘড়ি টং টং করে বাজে, উহার দ্বারা বুঝিয়ে দেয় 'Gone' 'Gone' আর আস্‌বে না, আর আস্‌বে না। সুসময় গেল, অসময় এল, রসময়কে ডাক—উদ্ধারের আর উপায় নেই। ভগবানের নাম পাপ-রোগের শোধক ও প্রতিষেধক। যে গৃহে ভগবানের নাম-কীর্ত্তন হয় না, সে গৃহ আধ্যাত্মিক সংক্রামক রোগের আকর, সেখানে যেতে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তির মুখে ভগবানের নাম নাই, সে অস্পৃশ্য। যখন আমি দেখি, কোন ব্যক্তি কোন ঘটনায় পড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে অশান্তি প্রকাশ করে, তখনই আমি স্থির করি, সে ব্যক্তি এখনও প্রকৃত ভক্তির ধার ধারে না বিশ্বপিতার উপর তা'র প্রকৃত বিশ্বাস নাই। দুঃখময় সংসারে যদি সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতে না পার, তবে তোমরা ভক্তির কথা আমায় বলিও না। ভক্তির পাত্র যেখানেই কেন থাকুন, ভগবান্ কখনই তাঁহার ভক্তগণকে পরিত্যাগ করেন না। তোমরা যদি ইহা বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা এখনও অবিশ্বাসী আছ। যদি বিশ্বাসই কর তবে তোমাদের আবার ভাবনা কি ?"

"Religion minus God = Godless religion. ভক্তি যখন নাই, তখন Religion (ধর্ম্ম) এ কথাটা আসিতেই পারে না, উহা সামাজিক নৈতিক চর্চ্চা বিশেষ। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁ'রা লোকের দুঃখ দেখে কষ্টানুভব করেন, পরকে দান ক'রে নিজে ফকির হ'ন, কিন্তু তাঁ'রা ভগবানের নাম করেন না। এঁ'রা নৈতিক চরিত্রবান্ ব্যক্তি—এঁ'রা moralist—এ'রা ধার্ম্মিক ন'ন। নিষ্কাম কর্ম্ম যদি ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করা না হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম যদি ভগবানের সহিত যুক্ত না থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মহীন কর্ম্মজ্ঞানে পরিত্যজ্য, কারণ উহা দাম্ভিকতার জনক।"

"আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে কি হইবে ? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা যদি না হইয়া থাকে, যদি ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কোন উপকার হয় না। শ্রোতার হৃদয় যদি আধ্যাত্মিক না হইয়া থাকে, তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় যদি অধিভূত থাকে, তাহা হইলে, তিনি ইহার আধিভৌতিক সবই গ্রহণ করিবেন, আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তুমি স্বয়ং প্রথমে আধ্যাত্মিক হও, তবে তুমি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার যোগ্য হইবে, নচেৎ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না।

আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা থাকে, তাহা 'আধ্যাত্মিক'। আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আত্মা সর্ব্বত্র আছেন, সকল বস্তুতেই আছেন। অতএব, সবই ত আধ্যাত্মিক; আধিদৈবিক যাহা, আধিভৌতিক যাহা, তাহাও আধ্যাত্মিকই। আধ্যাত্মিকই স্থূল ও স্থূলতর ভাব ধারণ করিলে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক হয়। বীজ যেরূপ অঙ্কুর ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরূপ ধারণ করে, সেইরূপ আধ্যাত্মিকই ক্রমে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ ধারণ করিয়া থাকে। মূলতঃ বস্তু একই, তবে ছন্দ ও পর্ব্বের ভেদ মাত্র। তিনি এক বস্তু হইলেও যে যে অবস্থার অধিকারী, সে ইহার সেই পর্ব্ব গ্রহণ বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

প্রাকৃতিক নিয়মে সকল বিষয়েরই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ভাব থাকিবে এবং এই ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিবার ত্রিবিধ যোগ্যতাবিশিষ্ট অধিকারীও থাকিবে। এই ব্যবস্থা জগতে চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে।"

জীবনের এই সন্ধ্যাবেলা
খেলিছ মা নূতন খেলা,
মুছিছে মোর মায়ার ছলা
শুনি তব বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু বিনা গতি নাই,
এই আমি জানি ॥

কুমারী ও বালিকা বয়সের স্বপ্ন 'নির্জ্জনে সাধু-মহাপুরুষের স্বহস্তে সেবা ক'রে যেন শেষ জীবন কাটে' জগদম্বা শ্রীশ্রীগুরুরূপে দর্শন দিয়ে পূর্ণ করিতেছেন। এখন ত Perfect Resignation—মাঝ গঙ্গায় প্রবল ঝড়ে দাঁড় তুলে তাঁকে ডাকা ছাড়া গতি পাবার আশা নাই। যাঁকে রক্তমাংসময় ইষ্ট ছাড়া আর কিছু ভাবতে বা দেখতে পারি না, তাঁর শ্রীপাদপদ্মমূলে বাসের পরমসৌভাগ্য এই দীর্ঘকাল পেয়েও যদি এই মহান্ লাভ আমার না হ'লো, তবে হ'লো কি? এখন আর কিছু ভাব্‌বার বা বল্‌বার নাই, এখন কেবল শেষ প্রার্থনা—

'তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্' এই প্রার্থনায়।
সকল বাসনা মোর যেন ডুবে যায় ॥

'উমাচরণ আয়ুর্ব্বেদ মন্দির,
১৮।১৪, দশাশ্বমেধ ঘাট,
৺কাশীধাম
২২শে আশ্বিন, ১৩৬৬।

বিনীতা সংগ্রাহিকা
শ্রীগুরুপদরেণু
সরলা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❀ শ্রীঃ ❀

পাতনিকা

সাধন-শাস্ত্র যদি বুঝিতে চাও, তবে একেবারেই সকল শাস্ত্রই বুঝিতে যাইও না। নিজধর্ম্মের অনুকূল শাস্ত্র যাহা, আগে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা কর। যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, তখন এক শাস্ত্রকে দ্বার করিয়া সকল শাস্ত্রই বুঝিতে পারিবে। নইলে শতদ্বার গৃহের মধ্যে কোন্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইবে, তাহার পথ না পাইয়া চিরকালই ঘুরিয়া মরিবে।

নিজের শক্তি সাধ্য অপেক্ষা না করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া কতকটা অন্তর্গত নাস্তিকতার পরিচয়।

যে ধর্ম্মে যে পথের পথিক হও না কেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে সংযমের শিক্ষা ও অভ্যাস কর।

সংযম বলিতে কেবল দেহের সংযম বুঝিও না; দেহের সংযম, বাক্যের সংযম, মনের সংযম এই তিন সংযম যাঁহার সমান অভ্যস্ত, তিনিই ধর্ম্মজগতে সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ।

দেহের সংযম করিয়াছ বলিয়া বাক্যে যদি তাহা বিজ্ঞাপন কর, আর মনে যদি তাহার জন্য অভিমান-অহঙ্কার জন্মিয়া থাকে, তবে জানিও—তুমি এক দেহের সংযম করিতে গিয়া মন ও বাক্য দুইয়ের সংযমই হারাইলে।

সংযম যদি শিক্ষা করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে কথার সংযম কর। কথা যে অধিক বলে, কাজ তার দ্বারা অল্পই হয়। কথা বলিতেই যদি সময় কাটিয়া গেল, তবে কাজ করিবে কখন? তাই কাজের লোক যে হয়, কথা বলিবার অবসর তাহার অল্পই হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহার যে কথা শুনিবে, তাহার সেই কথারই উত্তর দিতে হইবে, ইহা 'বাগ্‌ব্যাধি' বিশেষ।

যখন-তখন দেখা হইলেই যাহার-তাহার সঙ্গে আলাপ করা আলাপ নহে, উহাও আলাপ-রোগের প্রলাপ বলিয়া জানিবে।

সামান্য কথার উপলক্ষ্যে লম্বা-চওড়া গল্প তুলিয়া ছোট পালাকে বড় করিও না। কথায়-কথায় গল্প করা সংক্রামক রোগ বিশেষ। কাহাকেও ঐরূপ গল্প করিতে দেখিলে তাহাকে দূরে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে।

অন্য কেহ কোন বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহাদের সেই কথায় তোমার কোন কথার প্রসঙ্গ মনে হইলে, তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া নিজের কথা প্রবল করিও না।

ব্যবহারে **সত্য**, বাক্যে **সত্য** ও মনে **সত্য** এই ত্রিসত্য যাঁহার স্থির আছে, শাস্ত্রও ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন, তাঁহার সাধনার সিদ্ধি অদূরে।

সত্য সেবার সুযোগ পাইয়া পরের নিন্দা বা গ্লানি-কুৎসা রটনায় নিজের জিহ্বা কলঙ্কিত করিও না। একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির নিন্দা-কুৎসা-কীর্ত্তন করিয়াও তুমি সত্য কথা বলিতে পার, কিন্তু জানিও, তোমার দুষ্ট অভিসন্ধির দোষে সে সত্য, সত্য হইলেও মিথ্যার অধম হইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ইহা সত্য ; কিন্তু তুমি যে তাহার দোষ-কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, ইহা তোমার কোন্ সচ্চরিত্রতার পরিচয় ?

যাহার অভিসন্ধি দূষিত, সে কথা সত্য হইলেও জানিবে তাহাতে মিথ্যার ফল পাপই হইবে ; আর যাহার অভিসন্ধি সৎ, জানিও—মিথ্যা হইলেও সে মিথ্য-কথায় সত্যের ফল পুণ্যই উৎপাদন করিবে। ধর্ম্মের এই সূক্ষ্মগতিবশতঃই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসে বিরাট্‌রাজ গৃহে শত-শত মিথ্যা কথা বলিয়াও ধর্ম্মরাজ্যে সত্যতেজে সূর্য্যবৎ তেজীয়ান্ ছিলেন। এই জন্যই শাস্ত্রের আজ্ঞা:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ইষ্টদেবতা, আচার, মালা ও মন্ত্র এ সমস্তই মাতৃদোষের ন্যায় গোপন করিবে অর্থাৎ মাতৃদোষ প্রকাশ করিলে তাহা যেমন নিজেরই ক্ষতিকর ; মালা মন্ত্র, ইত্যাদির প্রকাশ হইলে তাহাও সাধকের পক্ষে তদ্রূপ আত্মক্ষতিকর। এই জন্যই আবার আদেশ—“অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।” অন্তরে শাক্ত থাকিবে, বাহিরে শৈবের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিবে, সাধারণ সভায় বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার ও বাক্য প্রয়োগ করিবে। আর্য্যশাস্ত্রে স্থানবিশেষে মিথ্যাকেও ব্যবহারিক ধর্ম্ম বা জগতের ধারক বলা হইয়াছে। পাঁচস্থানে মিথ্যার প্রযোগ হয়। যেখানে প্রাণহানির আশঙ্কা সেখানে মিথ্যার দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতে হইবে ইহাই ধর্ম্ম। রাজা দশরথের প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীরাম মিথ্যা দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সুমন্ত্রকে বলিয়াছিলেন—‘আমি শুনিতে পাই নাই’—ফিরিয়া আসিলে রাজা যখন তিরস্কার করিবেন তখন ইহাই বলিও। কারণ এ সময় দুঃখের হেতু হইতেছে বহুবিলম্ব করা—“নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালব্ধোঽপি বক্ষ্যসি। চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তম-ব্রবীৎ॥” শ্রীসীতা চেড়ীদিগের নিকটে সত্যগোপন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারতেও “অশ্বত্থামা হতঃ” এই মিথ্যার প্রয়োগে জগতের হিত সাধিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে মিথ্যা দোষের নহে বরং মিথ্যা প্রয়োগ না করাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মের পথ অতি সূক্ষ্ম। সত্য-মিথ্যার বিচারও সকলে করিতে পারে না। সাধারণ ধর্ম্ম মানুষ সহজে বুঝিতে পারে কিন্তু মিথ্যা বাক্য-প্রয়োগে যখন জগতের হিত হয় তখন মিথ্যা-প্রয়োগই যে ধর্ম্ম ইহার বিচার মূঢ় মানব করিতে পারে না। নতুবা পরম সত্য একটিই। “সত্যং পরং ধীমহি” ইহাতে পরম সত্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পারমার্থিক সত্য যাহা তাহাতে মিথ্যার প্রয়োগ হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক সত্যে স্থানবিশেষে মিথ্যার প্রয়োগ করাই ধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের সংযম যাহার না হইয়াছে, দেহের সংযম তাহার পক্ষে অসম্ভব। মনের সংযমের অভাবেও যদি কোথাও দেহের সংযম লক্ষিত হয়, তবে জানিও উহা সংযম নহে, সংযমের অভিনয় মাত্র।

মনঃসংযমের একমাত্র উপায় জানিও—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। শাস্ত্রে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মনঃসংযমের চেষ্টা করা নিশ্চয় জানিও—গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা মাত্র।

শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ক্রমানুসারে যিনি যে আশ্রম-ধর্ম্মের অধিকারী, তাহা অতিক্রম করিয়া মনঃসংযমের চেষ্টা করিলেও সে সংযম প্রকৃত পক্ষে সংযম হইবে না অর্থাৎ স্বস্ত্যয়নে অভিচারের ন্যায় উহাতে বিপরীত ফলই ফলিবার কথা।

গৃহস্থ হইয়া সংন্যাসের উপযোগী শিক্ষা করিও না।

স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মমতা যতদিন আছে, ততদিন সম্পূর্ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্কল্প করিও না।

সংসারকে যেদিন সত্যসত্যই বন্ধন বলিয়া অনুভব করিবে, সেই দিন মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিও, নহিলে কথায়-কথায় মুক্তির জন্য কামনা করিও না। সংসারের কোন বিষয়ে সুখের উপলব্ধি যতদিন আছে, জানিও ততদিন সংসারে প্রকৃত বন্ধনজ্ঞান হয় নাই।

যে বিষয়ে মনঃ সংযম করিতে হইবে, সেই বিষয় হইতে কি শরীরে, কি বাক্যে সর্ব্বথা দূরে থাকা ঐ সংযম শিক্ষার বিশেষ উপায় জানিবে।

বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া কেবল আত্মবলে (অর্থাৎ গুরু-মন্ত্র ও সাধনার সাহায্য ব্যতিরেকে) মনঃসংযমের শিক্ষা করিতে হইবে, এ সকল কথা জানিও কেবল অকালপক্কতা-রোগের বিকাশ মাত্র।

মনঃ সংযম করিতে হইলে নিজের মনকে সংযত করিতে হইবে—একথা সর্ব্বদা মনে রাখিও অর্থাৎ মন তোমারই নিজের, অথবা তুমিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের নিজের, তাহা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিও। মনের কর্ত্তা তুমি, কি তোমার কর্ত্তা মন, তাহা আগে স্থির করিয়া পরে তাহার সংযমের চেষ্টা করিও।

অধিকার-ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া মন যদি উচ্চ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকার প্রবেশ করে, আর ধর্ম্মকার্য্যে অধ্যবসায় বলিয়া তুমি যদি তাহাতে প্রশ্রয় দাও, তবে জানিও – মনঃ-সংযমের ছলে মনকে তুমি আরও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবে। তাই, ধর্ম্মের অধ্যবসায় হইলেও জানিও সে সংযম সংযম নহে।

মনঃসংযম করিবার পূর্ব্বে যে বিষয়ের সংযম করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে সেই বিষয় হইতে মনকে একটু স্বতন্ত্র ও স্থির করিয়া তবে তাহার সংযমের চেষ্টা করিও। অন্যথা নানা বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ শত চেষ্টাতেও কোন বিষয়েই তাহার বৃত্তিব্যাপার সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

কিছু ভাল লাগে না বলিয়া মানুষের একটা রোগ আছে। যখন ঐ রোগ উপস্থিত হয়, তখনই লোকের এদিকে ওদিকে, এখানে সেখানে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়। দেহের ক্লান্তি, মনের ক্লান্তি ও প্রাপ্য বস্তুর অভাব হইলেই ভাল লাগে না রোগে ধরে; সেই সময়েই কিসে ভাল লাগে তাহার পথ না পাইয়া স্বভাবতঃই লোকের এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে সাধ হয়।

বয়ঃক্রমে, বিদ্যায়, বৈভবে, ব্যবসায়ে, অথবা বুদ্ধিতে কোন না কোন বিষয়ে যাহার সহিত সমানতা না থাকে, তাহার নিকটে কেহ কখনও সুখ দুঃখের আদান প্রদানের জন্য বেড়াইতে যায় না; ইহারই সাধারণ স্থূল নিদর্শন—সমবয়স্ক হইলেই তাহারা দল বাঁধিয়া এক সঙ্গে বেড়াইতে যায়, বা একজন অন্য জনের নিকটে আসে।

সাধক! অন্যের সমানত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমেই বিচার করিয়া দেখিও ধর্ম্ম-সাধনে তোমার সহিত তাহার সমনত্ব আছে কি না, --উভয়ের ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য ও মতি গতি এক কি না। যদি সে সমানতা দেখিতে না পাও, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, বৈভব, বিক্রম, বয়ঃক্রম ও জাতিতে সমানত্ব থাকিলেও জানিও—সে সমানত্ব আজ তোমার সমানত্ব নহে।

এই সমানত্বের বিচার না করিয়া যাহার নিকটে বা যাহার সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়াইতে যাইবে, তাহার সংসর্গে ভাল না লাগার প্রতিবিধান না হইয়া বরং আরও বৃদ্ধি হইয়া আসিবে।

এইরূপ সমান কাহাকেও না পাইলে বরং একাকী ভ্রমণ করিতে যাইও, সেও ভাল; তথাপি অসমান কাহাকেও সঙ্গে লইও না এবং অসমান কাহারও সঙ্গে মিশিও না।

বিজন বনে একাকী বেড়াইতে যাইও, সেও বরং ভাল, তথাপি বাসনা-বিষ-জর্জ্জরিত স্বজনবর্গ-পরিবেষ্টিত এ সজন-সংসারে বিচরণ করিও না।

নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত কান্তার প্রান্তর শ্মশান ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ বা মহাপীঠে, তুমি যাঁহার, অথবা যিনি তোমার, তাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া একাকী বিচরণ করিও, প্রাণে পরম শান্তি পাইবে।

বাহিরেও যদি না যাইতে পার, নিজের বাসস্থানে দিনান্তে একবার তরুতলে বসিও, অথবা সুদূর গগণকক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কি দিবা কি রাত্রিতে অসীম শূন্যকক্ষে নিজের মনঃপ্রাণ ছড়াইয়া দিও, অথবা নিজের মনে প্রাণে গগনাঙ্গনের সে অসীমতা ধ্যানে সন্নিবেশিত করিও। যাঁহাকে তুমি ধ্যান করিবে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিকট হইয়া আসিবে।

সাংসারিক লোক যে সময়ে বেড়াইতে যায়, সাধক! তোমার যত জ্বালা যন্ত্রণাই হউক না কেন, সে সময়ে তুমি কদাচ আপন স্থানের বাহিরে যাইও না! তুমি বেড়াইতে যাইও সেই সময়ে যে সময়ে একা তুমিই কেবল বেড়াইবে!

ভগবানই মানুষকে সৎপথে চালাইবার জন্য মানুষ হইয়া লীলা করেন—একথা আচারভ্রষ্ট, শ্রাদ্ধ-তর্পণ-ভ্রষ্ট, শাস্ত্রগণ্ডীতে ভয়দর্শী, সন্ধ্যা-আহ্নিক বর্জ্জিত, যত্র তত্র ভোজনকারী, সর্ব্বভুক্ সুবিধাবাদিগণ বুঝিবে কিরূপে? এইরূপ মানুষকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন :—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥"

(৯।১১,১২)

ওঁ তৎ সৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/78

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ-উপদেশামৃত

১

জীবের যথার্থ মঙ্গল

কোন এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাত্মন্! কি করিলে জীবনের যথার্থ মঙ্গল হয়? তখন সেই মহাত্মা তাঁহাকে বলেন—'এ্কে এক, এ্কে এক'। ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, মহাত্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না-- অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিউন। তখন সেই মহাত্মা তাঁহাকে বলিলেন—'এ্কে এক, এ্কে এক' ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগই জীবাত্মার মঙ্গল, জন্ম-সার্থকের কারণ। পাঁচটির সমষ্টিতে যে এক জীবাত্মা হইয়াছে তাহা নহে, জীবাত্মা এক পদার্থ আর পরমাত্মাও এক ভিন্ন দুই নহে, তাহাও একই পদার্থ, সেই এক পদার্থ জীবাত্মার ও সেই এক বস্তু পরমাত্মার সহিত 'যোগ' 'পূরণ' ও হরণ' এই তিনটি ক্রিয়াতেই জীবাত্মার কিনা জীবের যথার্থ মঙ্গল হয়। বিষয়টি বড়ই দুর্ব্বোধ্য, অতএব ক্রমশঃ তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর।—জীবাত্মা যদি পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকে, তবেই তাহার সকল জ্বালা, যন্ত্রণা, পাপ, তাপ, রোগ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক, বিপদ, আপদ, ভয়, ভাবনা একেবারেই দূর হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছান্দোগ্য উপঃ ৭।১।৩) "বিপাপো ভবতি" (বৃহদারণ্যক উপঃ ৪।৪।২৩) অর্থাৎ ভগবানের সহিত যখন জীবাত্মার যোগ হয়, তখন সেই জীবাত্মার শোক থাকে না, পাপ থাকে না। তাই বলিয়াছি 'একে এক, একে এক' অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগই জীবের যথার্থ মঙ্গল। গণিতের নিয়মে একে এক যুক্ত হইলে দুই হয়, কিন্তু এখানে একে একের যোগে দুই কেন হইল না, ইহা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, ইহার উত্তর এই যে, যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ, যাহাকে 'ঘটাকাশ' বলা হয়, ঘট ভগ্ন হইলে পর মহাকাশে বিলীন হইলে দুই আকাশ হয় না, যে এক মহাকাশ সেই এক মহাকাশই থাকে, তেমনি জীবাত্মা সেই "মহতো মহীয়ান্" মহৎ হইতে মহত্তর পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে মহান্ একত্বই প্রাপ্ত হয়, দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় না। একথা বিশেষ সাধন ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারে না, এই অপ্রাকৃত দেব-স্পৃহনীয় অবস্থা (জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন) যাহার হয় নাই, তাহাকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা কিছুতেই বুঝান যায় না, ইহা কেবল নিজ অনুভূতিগম্য।

দ্বিতীয় অর্থ যেমন এককে এক দ্বারা পূরণ করা যায়, তেমনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার দ্বারা পূরণ করা যায়। এই পূরণের গভীর ভাব। আমরা জ্ঞানশূন্য, প্রেমশূন্য, শক্তিশূন্য, ঐশ্বর্য্যশূন্য, পবিত্রতাশূন্য, শান্তিশূন্য অর্থাৎ আমরা সর্ব্বশূন্য, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এই সর্ব্বশূন্যতা কেবল সেই পরিপূর্ণ অনাদি অনন্তদেব ভগবানের দ্বারাই পূর্ণ হয়। যতদিন না তিনি কৃপা করিয়া আমাদের এই শূন্যতা পূরণ করেন, ততদিন আমরা এই সংসারে অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত থাকি, কিন্তু যখন তিনি কৃপা করিয়া আমাদের অভাবগ্রস্ত শূন্য জীবাত্মাকে পূরণ করেন, তখন আমাদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। অতএব 'একে এক' ইহার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার দ্বারা পূরণ করা। এক সেই পরমাত্মাই এক এই জীবাত্মার সকল অভাব পূরণ করিতে পারেন।

কোন এক সংখ্যাকে অপর এক সংখ্যার দ্বারা পূরণ করিলে সেই সংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, যেমন—এককে যদি পরার্দ্ধ দ্বারা পূরণ করা যায়, তাহা হইলে সেই এক আর এক থাকে না, তখন তাহা পরার্দ্ধ হইয়া যায়; তেমনি এক এই জীবাত্মা অনন্ত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই পরমাত্মার দ্বারা পূরিত হইলে অসীম শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। বালক প্রহ্লাদ প্রজ্জ্বলিত ভীষণ অগ্নির জ্বালা, দুরারোহ পর্ব্বত হইতে পতন, প্রাণান্তক বিষধর সর্পের দংশন, উত্তাল তরঙ্গমালাপূর্ণ বিশাল সমুদ্রে মজ্জন, মদমত্ত মাতঙ্গ দ্বারা বিদলন প্রভৃতি তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তিনি সেই সর্ব্ববিপদ-ভঞ্জন, ভক্তচিত্ত-বিনোদন, কাতরজন শরণ, ত্রিভুবন-তারণ ও সর্ব্ব-দুঃখ-প্রশমন আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ ভগবানের দ্বারা পূরিত ছিলেন, সুতরাং তিনিও আর দুর্ব্বল বা নিঃসহায় ছিলেন না। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রহ্লাদ! আমি ত নানাপ্রকারে তোকে বধ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোকে বিনাশ করিতে পারিলাম না; আমার কত সৈন্য-সামন্ত আছে, কত অস্ত্র-শস্ত্র আছে, কিন্তু কেহই তোর অপকার করিতে পারিল না, তবে কি তুই কোন দৈব মন্ত্র-তন্ত্র জানিস্—তাহা আমাকে বল্।' তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—'যাঁহারই ভক্তি আছে তাঁহারই এইরূপ শক্তি হয়, শুধু আমি যে এইরূপ শক্তিমান তাহা নহে।' ইহাতে কি প্রমাণিত হইতেছে? ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রহ্লাদ ভগবানের দ্বারা গুণিত বা পূরিত ছিলেন, তাই তাঁহার অতুলনীয় প্রতাপ হইয়াছিল।

তৃতীয় অর্থ—যেমন এককে এক হইতে বিমুক্ত করিলে শূন্য শেষ থাকে, তেমনি পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা বিমুক্ত হইলে তাহার আর কিছুই থাকে না, তখন জীবাত্মা শূন্য হইয়া পড়ে। জীবাত্মার পক্ষে এমন সর্ব্বনাশক ব্যাপার আর কিছুই নাই, অতএব আমরা যেন কখনও ভগবান্ হইতে বিমুক্ত বা বিচ্ছিন্ন না হই অর্থাৎ কখনও তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকি। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ভগবান্ আমাদিগকে ত্যাগ করেন, না আমরা তাঁহার দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করি? এই প্রশ্নের উত্তরে বেদশাস্ত্রের একটি মন্ত্র মনে পড়িল—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু।" (সামবেদীয় শান্তিপাঠমন্ত্র) অর্থাৎ 'আমি ভগবান্‌কে যেন অস্বীকার না করি, ভগবান্ আমাকে যেন প্রত্যাখ্যান না করেন, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট আমার অপ্রত্যাখ্যান হউক' অর্থাৎ আমাদের নিত্য সম্বন্ধ থাকুক।' এখানে দেখা যাইতেছে যে ভগবান্ আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, আমরা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের ভোগেচ্ছা পূরণের উদ্দেশে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই। দেব! আমরা তোমায় পরিত্যাগ করিলে আমরা আগে বিনষ্ট হইব বটে, কিন্তু আমাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অধমতারণ, পতিতপাবন, অনাথশরণ, দরিদ্রজীবন, দীনদয়াল, দীনবন্ধু, দীনশরণ, পাতকিতারণ, কাঙ্গালের ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রিয় নামগুলিও বিনষ্ট হইবে। অতএব, হে দীননাথ প্রভো! আমাদিগকে শাসন করিয়া শোধন করিয়া লও। তোমার চিরপ্রসিদ্ধ 'ভক্তবৎসল' নাম আছে বটে, কিন্তু তুমি যদি শুদ্ধ সেই নাম লইয়াই থাকিবে, তবে তোমার এই পৃথিবীকে এত বড় করিয়া সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কেন না, এখানে তোমার ভক্ত কয় জন?

২

ভগবান্ ভক্তের প্রতি এত আকৃষ্ট হ'ন কেন?

নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখিবার জন্য এক ব্যক্তি ৭০০ মাইল দূর হইতে আসিতেছিলেন। ৭ মাইল দূরে তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! তুমি বলিতে পার ঐ শব্দটা নায়েগ্রা হইতে আসিতেছে কি না। একথা শুনিয়া সে ব্যক্তি অবাক্! পরে বলিল, কোথায় নায়েগ্রা আমরা তা কিছুই জানি না! আর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি তাহাই হয়, তাহাতে তোমার কি? তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল, বাপু! তোমার নিবাস কি এইখানে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, আমার নিবাস এইখানে, আর আমি প্রতিপালিত এইখানে। তখন প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কর? সে বলিল, আমি চাষ করি, আহার করি, শয়ন করি, ইত্যাদি। প্রথম ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আমি সাতশত মাইল দূর হইতে নায়েগ্রার কথা শুনিয়া আসিতেছি, আর এ ব্যক্তি নায়েগ্রা হইতে মাত্র সাত মাইল দূরে থাকিয়াও তাহার সংবাদ রাখে না ভক্তগণ ভগবানের মধুর আহ্বান ধ্বনি দূর হইতে শুনিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করেন, আর ধনী ও অপরা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা তাঁহার সংবাদ রাখে না। ভগবান্ মেদিনী কাঁপাইয়া বলিতেছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ' আমার শরণ গ্রহণ কর। ভক্তগণ তাহা শুনিতে পান, কিন্তু অভক্তমণ্ডলী তাঁহার উচ্চবাণী শুনিতে পায় না।

৩

ধনী হইলে কি ভগবান্ লাভ হয় না?

হীরা নিকটে থাকিলে চুম্বক পাথর লোহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আবশ্যকাতিরিক্ত ধন থাকিলে মনকে ঠাকুর আকর্ষণ করিতে পারেন না। "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

সংসারে সুখ দুঃখ দুই-ই প্রয়োজনীয়

সংসারে নিখাদ সুখ শান্তি নাই। আলোকের পাশেই যেমন আঁধার, সম্পদের পাশেই তেমনি বিপদ, ভোগের পাশেই রোগ, সংযোগের পাশেই বিয়োগ, জীবনের পাশেই মৃত্যু। কেন তিনি খাদযুক্ত সুখ-সম্পদ করিলেন? তাহার কারণ, মানবগণ অসার সুখ সম্পদের প্রতি বিরক্ত হইয়া নিখাদ সুখ-সম্পত্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে। সংসারে প্রাণ আকুল হইলেই ভগবান্ অনুকূল হইয়া নরনারীকে চরণে স্থান দান করেন, তাঁর ফলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ধনবল, জনবল, মানবল, ঐশ্বর্য্যবল সবই দুদিনের চটক, এক ভগবানের চরণই শান্তানন্দ সুধার্ণব, অতএব তাহাই লাভের জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন করিও।

কৃষক জলও চায় আর রৌদ্রও চায়। শীত গ্রীষ্ম দুই-ই চায়। তা' না হইলে শস্য পাকে না, তেমনি সুখ দুঃখ দুই-ই প্রয়োজনীয়। রাজবাটী প্রস্তুত করিতে হইলে যে প্রস্তর ব্যবহৃত হয়, তা' বিশেষরূপ উপযোগী করিয়া লইবার জন্য ঐ পাথরকে অনেক আঘাত করিতে হয়, কিন্তু যে সে বাটী প্রস্তুত করিতে যেমন তেমন পাথর হইলেই চলে,—তেমনি আদর্শ চরিত্র লাভ করিতে হইলে বহু দুঃখের আঘাত সহ্য করিতে হয়, সামান্য চরিত্রে সেরূপ করিতে হয় না।

সংসারযাত্রা সমুদ্রযাত্রা। সমুদ্রযাত্রী যদি মনে করে যে, বিশাল সমুদ্রে কোনপ্রকার প্রবল বায়ু বহিবে না, উত্তাল তরঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিবে না, প্রচণ্ড বৃষ্টি হইবে না, কেবলই স্থির বায়ু ও স্থির জলরাশির প্রশান্ত ভাব থাকিবে, তাহা হইলে তাহার কি মূর্খতা প্রকাশ পায় না? তবে এই সংসাররূপ সমুদ্রের যাত্রীগণ এই সংসার-সাগরে বিপদ, আপদ, দুঃখ, শোক আদির প্রচণ্ড তরঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে না, ইহা কি প্রকারে মনে করিতে পারে? যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক পুরুষগণ যদি মনে করে যে, শত্রুগণের সহিত তাহাদের যুদ্ধবিশ্রাম)Truce) চিরকালই ঘটিবে, যুদ্ধে কোনপ্রকার বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে হইবে না. তাহা হইলে সেই সৈনিক পুরুষকে কি বীর বলা যাইতে পারে? তেমনি এই সংসার সংগ্রামক্ষেত্র. এখানে বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-বিপদ, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে, তবেই আমাদের আধ্যাত্মিক বীরত্ব প্রকাশ পাইবে, নতুবা এই সংসারক্ষেত্রে সুখের দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে নিতান্ত কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, যেখানে যুদ্ধ নাই সেখানে জয়লাভ নাই। যদি জয়ী না হইতে পারিলাম, তবে আর গৌরব কোথায় রহিল! অতএব সংসার-সমুদ্রে বিপদাদি ঝটিকা অতিক্রম করিতে হইবে। বীরের মত সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া আধ্যাত্মিক জয়লাভ করিতে হইবে, দুঃখ-বিপদকে ভয় করিলে চলিবে না। অদম্য সাহস অবলম্বন করিলেই তবে আমাদের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, নতুবা কেবলই নীচতা ও অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ পাইবে।

যখন কোন গৃহ নির্ম্মিত হয়, তখন গৃহনির্ম্মাতা ইহা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না যে, ঐ গৃহে কখন কোনপ্রকার প্রবল বাত্যা বা প্রচণ্ড বৃষ্টির আঘাত লাগিবে না, কিন্তু তিনি যেমন সেই গৃহ প্রবল বাত্যাঘাতেও যাহাতে অচল অটল থাকে, তদুপযোগী করিয়াই তাহা নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন, তেমনি এই সংসারে কোনপ্রকার দুঃখ-বিপদাদি ঘটিবে না ইহা মনে করা উচিত নয়, কিন্তু যাহাতে বিপদ ঘটিলেও অকুণ্ঠিতভাবে তাহা সহ্য করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দুঃখ-বিপদে নিরাশ না হইয়া তাহা সহ্য করিতে হইবে।

দুঃখে ভগবানের উপর নির্ভর করিবে। **যতই কোন বিপদ গুরুতর ভাব ধারণ করুক না, ভগবানে বিশ্বাসহারা হইবে না।** বিশ্বরক্ষাকারী তোমার বিশ্বাসের গুণে তোমাকে রক্ষা করিবেন একে একে এখানকার সমস্ত আশ্রয় চলিয়া যাইতে পারে, অস্থির জগতে অস্থির লোকে নিরাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই ত্রিভুবন ভারধারী ভগবান্ কখনই তাহার বিশ্বাসী সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। **"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" আমার ভক্তের বিনাশ নাই—ভগবানের এই অভয়বাণী, মৃত-সঞ্জীবনী বাক্য জীবনে মরণে ভুলিও না।**

ভগবানের কৃপা সকলেরই প্রতি আছে। যে আয়নার প্রতিবিম্বের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, ঐ প্রতিবিম্বও তাহার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, কিন্তু যে অমনোযোগের সহিত দেখে, প্রতিবিম্বও সেইরূপ দেখে। **ভগবানের দিকে একদৃষ্টে চাও, তিনি তোমার দিকে একদৃষ্টে চাইবেন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি কি উদ্দেশ্যে দুঃখ রেখেছেন, তাহা আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। মহামহাজ্ঞানীরাও কিছু জানিতে পারেন নাই। তিনি কেন আমাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ্য জানাতে যাবেন ? কেন কৈফিয়ৎ দেবেন ? সব কাজেই প্রভুকে অধীনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইলে সংসার চলে না। তিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ত্রিভুবনেশ্বর, কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ন'ন। আর, তিনি বুঝাইলেও কি আমরা বুঝিতে পারিব ? মহামহোপাধ্যায় পিতার উদ্দেশ্য দুর্ব্বল পুত্রের বুঝিবার শক্তি কোথায় ?

৫

ভক্ত ও অভক্ত

ভক্তিরূপ শিকলের দুই প্রান্ত। এক প্রান্ত ভক্তের হাতে, আর এক প্রান্ত ভগবানের হাতে। ভক্ত ভক্তি-শিকলের এক প্রান্ত ধরিয়া টানিলেই ভগবান্ এই ধরাধামে প্রকট হইয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন, অথবা তিনি ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া নিজ ধামে লইয়া যান। আবার, যদি কোন ভক্ত 'কোথায় হে বিপদভঞ্জন হরি' বলিয়া ধরাধাম হইতে কাতরপ্রাণে ডাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ ভক্তদুঃখ দূর করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন।

কাক সুমিষ্ট আমপূর্ণ আমগাছের ডালে বসিয়া থাকিলেও সে যেমন তাহা ত্যাগ করিয়া নিমফলের দিকে চায়, তেমনি অভক্তের মনোরূপ কাক ভগবানের নামরূপ সুমিষ্ট ফল ত্যাগ করিয়া অসার বিষয়ের কথা আশ্রয় করে, এবং কোকিল যেমন সুমিষ্ট ফল ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিমফল আস্বাদন করে না, তেমনি ভক্তের মনোরূপ কুহুকণ্ঠ পক্ষী ভগবানের নামরূপ সুমিষ্ট ফল ত্যাগ করিয়া অসার বিষয়-কথারূপ নিমফল আস্বাদন করে না।

৬

ঈশ্বর-নির্ভরতা

ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। যা' করিবার তিনিই করিবেন। মেষপালকই জানেন আজ কোন মাঠে তিনি চরাতে নিয়ে যাবেন। আমাদের বড় দোষ যে, আমরা তাঁর প্রতি আদেশ জারি করি। যেদিন যে অবস্থাতে তিনি রাখুন, তা'তেই সন্তুষ্ট থাকিও। যেদিন যাহা জুটিবে তাহা প্রভুর কাছ হইতে আসিয়াছে মনে করিও। এ দাও, ও দাও বলিয়া হুকুম জারি করিও না। যদি হুকুম জারী কর, তা' হইলে প্রার্থী হইলে না। যিনি হুকুম করেন, তিনি দাতা। মনিব যিনি, তিনিই হুকুম করিবেন। কিন্তু আমাদের সবই বিপরীত, প্রত্যেক কাজেই আমরা তাঁকে হুকুম দিয়া বসি! ভগবানের কাছে দরখাস্ত ফেলিয়া দাও, যা' বিচার হয় তিনি করিবেন, হাকিমের প্রতি আদেশ জারি করিও না. বিচারের ভার তাঁর হাতে। দেওয়া না দেওয়া তাঁর হাত। তিনি যদি দেন তাও ভাল, না দেন তাও ভাল, দরখাস্ত করিয়া রাখিবে মাত্র। যেদিন দরখাস্ত করিলে সেইদিনই যে শুনানী হইবে তা' নয়। হয় ত বলিলেন, আজ নয় কাল, কাল কাল করিয়া কত না দিন পড়িল। যদিও তিনি আমাদের মনোগত ভাব জানেন, তবুও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের চাওয়া দরকার; নতুবা, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ—কৃপা পাইলে মানিতে চায় না। চাহিয়া পাইলে নিজের দর্প চূর্ণ হয়, তাই চাওয়া দরকার।

৭

জ্বলন্ত বিশ্বাস

নৌকা যে দিকে যায়, দাঁড়ী সেদিকে দৃষ্টি রাখে না, দাঁড়ীর দৃষ্টি মাঝির মুখপানে। নৌকা কোথায় যাইতেছে, সামনে কোন আপদ বিপদ আছে কি না, সে সব খবর দাঁড়ী কিছুই রাখে না। মাঝির উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া, দাঁড়ী মাঝির মুখপানে চাহিয়া আনন্দমনে গান গাহিতেছে ও বাহিতেছে; সেইরূপ আমার এই জীবন-তরীর মাঝি শ্রীভগবান্—আমি কেবল বাহিয়া যাই—ফলাফল সব তাঁর হাতে, তিনি যতক্ষণ কর্ণধার, ততক্ষণ তরী কখনও ডুবিবে না নিশ্চিত। তাই বলি 'বাও' আর 'চাও'। আমার কাজ বাওয়া আর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর গুণ গাওয়া। এইটুকু 'আত্মকৃপা' নিজের উপর নিজের কৃপা, তারপর তাঁর উপর নির্ভরতা 'প্রভুকৃপা' লাভের জন্য। পিছনে কি আছে আর ভবিষ্যতে কি হইবে প্রভুই জানেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—সংসারে কি জন্য আসিয়াছ? উত্তরে বলিও—'বাহিতে ও চাহিতে।'

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সূচনায় অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই সাহায্যপ্রার্থী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'একদিকে আমি, আর একদিকে আমার অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনা, কে কোন্‌টা নেবে ?' দুর্য্যোধন বলিলেন, আমি নারায়ণী সেনা লইব। অর্জ্জুন বলিলেন, আমি তোমাকে লইব। দুর্য্যোধন চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি এ কি বোকামি করিলে ! আমি ত যুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না। আমাকে নিয়া তোমার কি হইবে ? অর্জ্জুন বলিলেন প্রভু ! তুমি কেবল রথে বসিয়া থাকিও, আমি অনায়াসে শত দুর্য্যোধন বধ করিব। অর্জ্জুনের বিশ্বাস জ্বলন্ত।

৮

ঈশ্বরকে কি জানা যায় ?

মানুষ যতই বড় হউক না কেন, ঈশ্বরকে জানিতে পারে না, কারণ মানুষ তাহার নিজের বুদ্ধির বাহিরে যাইতে পারে না। তবে ভগবান্ যদি স্বয়ং প্রকাশিত হন, তবেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। Self-revealation of God না হইলে অর্থাৎ ঈশ্বর নিজেকে নিজে প্রকাশ না করিলে কে তাঁহাকে জানাইবে ? আদি যিনি, তাঁর খবর কে রাখে ? সমুদ্রে অত জল, কিন্তু তোমার পেটে যা' ধরিবে, তার চেয়ে বেশী ত আর খাইতে পারিবে না তেমনি. তিনি অনন্ত, তোমার সান্ত বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার কি বুঝিবে ? অসীমকে তুমি সসীম বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে যাও ? তবে কি তিনি অজ্ঞাত ? হাঁ, তার্কিকের নিকট হইতে তিনি পালান। 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর।' যে দীন ভিখারী, তা'র নিকট তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হ'ন। Favour অর্থাৎ দয়া চাহিলে পাইবে, কিন্তু মামলা করিলে পাইবে না। Justice অর্থাৎ বিচার চাহিও না, Grace অর্থাৎ করুণা চাহিও– 'Only the grace of God availeth.' সংসারে একমাত্র ভগবানের করুণাই সহায় ও অবলম্বন।

৯

ভক্তি কিসে হয়?

যে অহঙ্কারী, সে সেবা করিতে পারে না। আর যে সেবা করিতে না পারে তা'র ভক্তি হয় না। সেবা করিতে করিতে ভক্তির উদয় হয়। ধনীর ভক্তি হয় না—কুল, বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কার। বাইবেলে বলা হইয়াছে—'Even it is possible for a camel to go through the eye of a needle, but for a rich man to enter into the Kingdom of Heaven is impossible.' অর্থাৎ একটি সূচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি উটের যাওয়া সম্ভব কিন্তু ধনীর পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। ভক্তি বড় কোমলাঙ্গী, সংশয় সন্দেহ দ্বিধা আসিলেই সে স্থান হইতে তিনি প্রস্থান করেন।

১০

অহৈতুকী ভক্তি

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ভক্তিকে 'অহৈতুকী ভক্তি' বলে। ইহার অপর নাম 'নিষ্কাম ভক্তি'। যখন ভক্ত ভগবানের নিকট ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা করেন না, যখন ভগবানের সেবানন্দই তাঁহার ভক্তির পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তাঁহার অহৈতুকী ভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইপ্রকার ভক্তি হইলে, উপাস্যদেব আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন আমাকে স্নেহ করেন, অতএব আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিব, —এরূপ ভাব থাকে না। নিষ্কাম ভক্ত তখন বলেন—'দেব! যখন আমি আপনার প্রতি আমার অনুরাগের কারণ অন্বেষণ করি, তখন কিছুই দেখিতে পাই না, আপনার প্রতি আমার যে অনুরাগ তাহা 'স্বভাবগত'। যেদিন জানিতে পারিলাম, আপনি আমার যথাসর্ব্বস্ব, সেইদিনই আপনাতে অনুরক্ত হইলাম। 'আপনি আমার যথাসর্ব্বস্ব' এই জ্ঞানকে যদি ভক্তির বা অনুরাগের কারণ বলেন, তাহা হইলে আমার ইহাতে কোনও আপত্তি নাই, কারণ ঐ জ্ঞানই আমার মনকে আপনার শ্রীচরণে অনুরক্ত করিয়াছে। অন্য কোনও কারণে আমি আপনাতে অনুরাগী নহি। আমি স্বভাবতঃই আপনার শ্রীচরণে অনুরাগী। আমার স্বভাবই আপনাকে ভক্তি করিতে বলিয়া দেয়।' এই প্রকার ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। এই অহৈতুকী ভক্তি প্রহ্লাদ, বৃত্রাসুর প্রভৃতির হইয়াছিল।

পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি যেমন, অহৈতুকী ভক্তি তেমন। সতীর স্বামীভক্তি ধনরত্নাদির জন্য নয়। ভক্ত ভগবান্‌কে ভক্তি করেন পার্থিব সুখলাভের জন্য নয়। প্রহ্লাদকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল, শূলে চাপাইল, তবুও তিনি কোন কষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান নাই। পরাভক্তি লাভ করিলে শরীরের এমন অবস্থা হয় যে, কোন ব্যথা কষ্ট দুঃখ অনুভব হয় না। প্রথমে সকাম ভাবেই তাঁহাকে ডাকিতে হয়, তাহা হইতে ক্রমে-ক্রমে অহৈতুকী ভক্তি হয়।

ভক্ত, ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন, এই ভাবিয়া ভগবানের জন্যই ভগবান্‌কে ভজনা করেন। পার্থিব যতই ক্ষতি হউক না কেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না।

ভক্তির কি শক্তি ? দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরাদি মহাসঙ্কটে পতিত—দুর্ব্বাসা ঋষি হাজার হাজার শিষ্য নিয়া উপস্থিত, কিন্তু গৃহে অতিথি-সেবার উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই নাই। দ্রৌপদী একান্তে বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে লাগিলেন, আর তিনি থাকিতে পারিলেন না – তাঁহার সিংহাসন টলিল, তিনি আসিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন।

ভগবান্ যাহাকে অনুগ্রহ করেন তাহার অর্থ হরণ করিয়া ল'ন। দুঃখ-কষ্টাদি তাঁহার নিগ্রহ নহে--অনুগ্রহ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলি –"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" চণ্ডীতে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য ; মহাভারতে কুন্তী, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ; মঙ্গলকাব্যে ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর প্রভৃতিকে যে দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। বাইবেল বলিয়াছেন—"Whom the Lord loveth He chasteneth and scoureth

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

every son that he receiveth" অর্থাৎ প্রভু যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে শাসন করিয়া শোধন করিয়া ল'ন এবং তাহার প্রত্যেক সন্তানকে শীঘ্রাতিশীঘ্র কাড়িয়া ল'ন।

১১

জ্ঞানশূন্য ভক্তি

জ্ঞানশূন্য ভক্তি বা অন্ধভক্তি বিপজ্জনক। এক ভদ্রলোকের একটি বানর ছিল। বানরটি বড় প্রভুভক্ত। একদিন প্রভু নিদ্রিত, বানরটি বাতাস করিতেছে, তবুও একটা মাছি আসিয়া প্রভুর মুখে বার বার বসিতেছে। বানরের বড় রাগ হইল। ক্রোধান্বিত বানর লাঠির আঘাতে মাছির প্রাণসংহার করিবার মানসে যেমন লাঠি মারিল, মাছি উড়িয়া গেল—আঘাতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

১২

দুঃখীর কি ধর্ম্মসাধন হয় না?

প্রভু পাণ্ডবদিগকে দুঃখ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের ভক্তি প্রভুর উপর আরও বাড়িয়াছিল। বায়ুর আঘাতে প্রবল অগ্নি বাড়িয়া উঠে কিন্তু দীপাগ্নি নিবিয়া যায়। কাঁচা ভক্তি—সকাম ভক্তি সামান্য বিপদ-বায়ুর দ্বারা আঘাত করিলে নিবিয়া যায়।

দুধ জ্বাল দিলে ক্ষীর হয়। ভক্ত বিপদে আরো প্রেমিক হ'ন। জল আগুন পাইলে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, তেমনি সামান্য ভক্তের উপর বিপদ আসিলে তা'র তরল ভাব নষ্ট হইয়া যায়। পাকা ভক্ত বজ্রের ন্যায়, বিপদ তার কি করিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের মন সোণার মত ঘা-সহ, অভক্ত শুকনো মাটি—এক আঘাতেই একেবারে চূর্ণ। অভক্তের মন মাকড়সার জালের সুতার মত, সহজেই ছিঁড়িয়া যায়, ভক্তের মন শক্ত দড়ির মত, কিছুতেই ছিঁড়ে না।

দুঃখ-বিপদে কোন প্রশ্ন করিয়া মাথা গরম করিও না। একজন কূঁয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়া যদি বিচার করে—কেন পড়িলাম, কাহার দোষ, তাহা হইলে তাহার প্রাণ যাইবে; তখন তা'র উচিত—কিসে কূঁয়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা। এই সংসার-কূপ হইতে কিসে উদ্ধার পাইব, তা'র উপায় অবলম্বন কর, দুঃখ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য মাথা ঘামাইবার দরকার নাই, কর্ত্তব্য করিয়া যাও।

১৩

অব্যক্ত বন্ধু

সংসার-পথে আশ্রয় দিতে কেহ নাই। পথ অতি দুর্গম, দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ, মৃত্যুরূপ কালসর্প চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—কখন কি হয় বলা যায় না। শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখরূপ গহ্বর দ্বারা পরিপূর্ণ। শোকরূপ দাবাগ্নি এই পথে জ্বলিতেছে। এই পথে বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণিকা দ্বারা সদা প্রতারিত হইতে হয়—জীব বিষয়ে শান্তিলাভের আশায় বৃথা সেইদিকে ধাবিত হয়। প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় না লওয়া পর্য্যন্ত শান্তিলাভের আশা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর শ্রীচরণে ভক্তি থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ শীঘ্র দমিত হয়। উই ঢিবির ভিতরে কালসর্প, উপরে লাথি বা লাঠী মারিলে কি হইবে? শরীরকে 'যন্ত্রণা' দিলে কি হইবে? সাপ যে মনের ভিতর। অতএব ভজ গোবিন্দম্।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা-মাতা তার প্রতি কেন আকৃষ্ট হ'ন? সন্তানের ত কিছু বলিবার শক্তি নাই। সন্তান কদাকার—তবুও মায়ের কত স্নেহ! যার পোনা, তার সোণা। এত স্নেহ কোথা হইতে আসে? প্রভু দেন—গোপনে থাকিয়া এই সব করেন। তিনি আদি মাতা, তিনি যশ চাহেন না।

প্রভুর অনেকগুলি গরু, পালক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা গরুগুলিকে আহার দেয়। গরুগুলি পালককেই চিনে, প্রভুকে চিনে না। তেমনি ঈশ্বরের চন্দ্র, ঈশ্বরের সূর্য্য; কিন্তু ঈশ্বর যশ পেলেন না, যশ পাইল চন্দ্র, সূর্য্য। হে অব্যক্ত বন্ধু! তুমি সামনে আ'স না কেন? অভক্তরা অবজ্ঞা করিবে বলিয়া তুমি সম্মুখে আইস না, কিন্তু তুমি ভক্তের সম্মুখে সদা উপস্থিত থাক।

সিদ্ধি লাভ করিতে গেলে নিজের চেষ্টা ও ভগবানের কৃপা দুই-ই চাই, যেমন পাখীর দু'টি ডানা না থাকিলে পাখী উড়িতে পারে না। হাতে কাজ কর, মুখে নাম বল।

১৪

ভগবানের আশীর্ব্বাদ

এক গুরু সোণা তৈয়ারী করিতেন এবং শিষ্য সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। শিষ্য একদিন ভাবিতেছেন যে, আমিই ত বস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি, গুরুদেব কেবল একটা পাতার রস নিংড়াইয়া দেন—ওটা কি আর আমি পারি না। এই মনে করিয়া শিষ্য একদিন গোপনে সোণা প্রস্তুত করিতে বসিলেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইল, একটি ধাতুর তাল প্রস্তুত হইল, এইবার পাতার রস দিলেই ধাতুটি স্বর্ণময় হইবে। শিষ্য অতি সাবধানে পাতার রসও দিলেন, কিন্তু সোণা আর হইল না। এমন সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ কি করিতেছ ?

শিষ্য—প্রভু ! আমায ক্ষমা করিবেন, আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি। আমার একদিন মনে হইল যে, আমিই ত সব করি গুরুদেব কেবল শেষে পাতার রসটি দেন, আমিও পাতার রস দিতে জানি, তবে আমি একদিন নিজে সোণা বানাইব। এই মনে করিয়া সবই করিয়াছি, ধাতুর তালটিও ঠিক হইয়াছে, আপনার ন্যায় পাতার রসও দিয়াছি, কিন্তু সোণা হইল না।

গুরু—সোণা কি করিয়া হইবে ? রসে যে নখ লেগেছে—এমন ভাবে রস নিংড়াইতে হইবে যে, নখ যেন না লাগে। আবার রসের পরিমাণও আছে—কতটা রস দিতে হয় তা'ও জানা চাই। লোকে খানকতক বই পড়িয়া কুতর্ক জুড়িয়া দেয়, আর বলে, 'আমি সব জানি'। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন কিছুই হইবার যো নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভক্তের ভিতর দিয়া আসে।

একটি ভিখারী বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—অনেকক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়াও সাড়া না পাওয়ায় ভিখারী ফিরিয়া যাইতেছে। এমন সময় বাড়ীর একটি বালক জিজ্ঞাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিল যে, ভিখারী খালি হাতে ফিরিয়া যাইতেছে। তখন ছেলে 'মা ! ভিখারীকে ভিক্ষা দাও' ডাকাতে মা শুনিতে পাইয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিলেন। **অভক্তের শত ডাক ভগবানের কাণে পোঁছে না, ভক্তের এক ডাকে তিনি সাড়া দেন।**

১৫

ভক্তের কোথাও দুঃখ নাই

দুই ভক্ত বহুকাল যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ হইতে দেবর্ষিকে পাঠাইলেন তাহাদের ভক্তি পরীক্ষার জন্য। দেবর্ষি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—তোমরা যে এতকাল সাধনা করিয়াছ তাহা একবার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। তোমরা ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিয়া কোথায় দুঃখ আছে তাহা দেখিয়া আইস। তাহাতে একজন ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিয়া আসিয়া বলিল,—দেবর্ষে ! যেখানে গেলাম সেখানেই দুঃখ, কোথাও আর সুখ দেখিতে পাইলাম না। তখন দেবর্ষি অপরকে বলিলেন,—বাপু, তুমি এইবার যাও দেখি। তখন সেই ব্যক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিল,—মহাত্মন্ ! কোন স্থানে দুঃখ দেখিতে পাইলাম না। দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন ? তোমার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি পর্য্যটন করিয়াছিল, সে সর্ব্বস্থানই দুঃখময় দেখিল, আর তুমি বলিতেছ কোথাও দুঃখ নাহি ! তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন,—দেবর্ষে ! যেখানেই যাই, সেখানেই সেই প্রাণারাম ভগবান্‌কে দেখি। স্বর্গে গেলাম সেখানেও সেই প্রাণারাম, নরকে গেলাম সেখানেও সেই প্রাণারাম। ভগবান্‌কে এইরূপে ভূলোক, ভবলোক, স্বর্গলোক, মহালোক, জনলোক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপোলোক, সত্যলোক—সমস্ত ঊর্দ্ধলোকে দেখিতে পাইলাম। আবার,—কি অতল, কি বিতল, কি রসাতল, কি তলাতল, কি মহাতল, কি তলাতল, কি পাতাল—সর্ব্বত্রই সেই আমার সর্ব্বকালের সখা পূর্ণ প্রাণারামের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব উপলব্ধি করিলাম।

ভক্ত প্রেম ও বিশ্বাসের গুণে নরকেও স্বর্গ, ঘোর দুঃখে সুখ, বিষম বিপদে সম্পদ, প্রাণান্তক রোগশয্যায়ও নীরোগতা, নিদারুণ বিষাদে আনন্দ, নৈরাশ্য-তিমিরে আশার বিমল জ্যোতিঃ; লোকনিন্দা ও অপমানে প্রফুল্লচিত্ততা অনুভব করেন। ভক্ত পুত্রবিয়োগ, বিত্তবিয়োগ, বন্ধুবিয়োগ জন্য শোকে অভিভূত হ'ন না, জনমানবশূন্য বালুকাময় সুবিস্তীর্ণ মহামরুপ্রান্তরে অথবা ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে ভয়ভীত হ'ন না। অবিশ্বাস ও অপ্রেমই এই জগতে যত দুঃখকষ্ট আনিয়াছে। ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি সংস্থাপিত কর, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকাল মধুময় বলিয়া বোধ হইবে; সূর্য্য মধুময়, চন্দ্র মধুময়, ওষধি মধুময়, বনস্পতি মধুময়, ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন দিবসও মধুময় আর সূর্য্যজ্যোতির্ম্ময় দিবসও মধুময় হইয়া উঠিবে।

১৬

অপ্রতিহতা ভক্তি

অপ্রতিহতা—বিঘ্নৈরনভিভূতা। যে ভক্তি বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হয় না, তাহাই 'অপ্রতিহতা ভক্তি', এই ভক্তি যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, কি শোক, কি দুঃখ, কি জ্বালা, কি যন্ত্রণা, কি বিচ্ছেদ, কি বিপদ—কিছুতেই তাঁহাকে ভগবচ্চরণ হইতে বিচ্ছিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে না। তাঁহার ভক্তি সর্ব্বাবস্থায় একভাবে থাকে। যব (Job) এই শ্রেণীর ভক্ত ছিলেন ; বাইবেলে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ভগবান্ ইঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইঁহার সাত পুত্র, তিন কন্যা, ধন-সম্পত্তি সকলই হরণ করিয়া লইয়াছিলেন । তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তখন তাঁহার ঈশ্বরে অনুরাগ বিন্দুমাত্রও বিনষ্ট হয় নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"Nacked came I from my mother's womb and naked shall I go, the Lord gave and the Lord hath taken away, blessed be the Name of the Lord." অর্থাৎ যখন আমি মাতৃগর্ভ হইতে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন কিছুই লইয়া আসি নাই, আবার যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব, তখনও এই সংসারের কিছুই লইয়া যাইব না। প্রভু পরমেশ্বর আমাকে পুত্রকন্যাগণ দান করিয়াছিলেন, তিনিই আবার আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন— তাঁহার দত্তধনে আমার দাবী কি আছে ? তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। যব (Job) যখন স্বয়ং ভীষণ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না, নিকটস্থ অজ্ঞ বান্ধবাভিমানী পরিজনগণ বলিতেছেন,—ভগবান্‌কে ভক্তি করিয়া কি হইল, তিনি কি তোমার সাত পুত্র, তিন কন্যা, ধন-সম্পত্তি এবং অবশেষে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন ? তাহাকে এখন পরিত্যাগ কর। তখন ভক্তচূড়ামণি যব বলিলেন,—"Though He will slay me, yet will I trust in Him." যদি তিনি আমাকে বিনাশও করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি আমি বিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিব। সর্ব্বদা এই মনে ভাবিবে যে, তিনি মঙ্গলময়, তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা আমার মঙ্গলেরই নিমিত্ত।

ইহাই অপ্রতিহতা ভক্তি, ইহা কোনও বাধা-বিঘ্ন মানে না। যে ভাগ্যবানের এবম্বিধ ভক্তি হইয়াছে, তিনি ধনী হউন কিম্বা দরিদ্র হউন, একাকী হউন বা বহু পরিবার-সমন্বিত হউন, প্রাসাদে অবস্থান করুন অথবা জীর্ণ পর্ণকুটীরবাসী হউন, তাঁহার মতি ভগবচ্চরণে অচলা থাকে। যাঁহার ভগবচ্চরণে ভক্তি জন্মিয়াছে তিনি ধন্য, কিন্তু যে পুণ্যবান্ অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান পৃথিবীতে সুদুর্লভ।

১৭
সাধকের বৃত্তি

সাধকের চারিটি বৃত্তি, সাধক তাহা অবলম্বন করিয়া সংসারে বিচরণ করেন। ১ম—সতী বৃত্তি, ২য়—চাতকী বৃত্তি, ৩য়—শিশু বৃত্তি, ৪র্থ—শরণাপত্তি বৃত্তি।

১। সতী বৃত্তি—সতী নারী বিদেশস্থ পতির চিন্তা অহরহঃ করিতে থাকেন। গৃহকর্ম্ম সমস্তই করেন বটে, কিন্তু যেন টান নাই, করিতে হয় তাই করেন। মন সদাই উদাসীন। যেখানে স্বামীর গুণ আলোচনা হয়, সেখানে গিয়া সেই সব কথাবার্ত্তা শুনিতে থাকেন আর যেখানে স্বামীর নিন্দা হয় সেখানে মোটেই যান না এবং যাহারা তাহার স্বামীর নিন্দা করে, তাহাদের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করেন। সদাই স্বামীর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া আশা পথে চাহিয়া থাকেন এবং দিন গুণিতে থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশভূষা, হাস্য-পরিহাস সমস্তই ত্যাগ করেন। তিনি ভাবেন, যাঁ'র জন্য বেশভূষা তিনিই যখন বিদেশে, তখন আর সে সজ্জার প্রয়োজন কি? স্বামীকে সুখী করিবার জন্যই আমার যা 'কিছু' শোভার ইচ্ছা। একেত তিনি বিদেশে আছেন বলিয়া কত ভাবনায় দিন কাটাইতেছি, তা'র উপর কি আর অন্য কিছুতে মনে সুখ হয়? সতী নারী যেমন লোকের গঞ্জনা ভয়ে সংসার-কার্য্য ভাল না লাগিলেও করিতে থাকেন, আর অবসর পাইলেই নির্জ্জনে স্বামী-বিরহ জন্য কাঁদেন, শোকে কত কথা বলেন, সেইরূপ ভক্ত এই সংসার-বিদেশে আসিয়া জগৎস্বামীকে হারাইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাইতে থাকেন, আর কবে সেই প্রাণপতির দেখা পাইবেন, তা'ই কেবল দিন গুণিতে থাকেন।

১। **চাতকী বৃত্তি**—একদিন না একদিন ভগবানের কৃপা-কণা নিশ্চয়ই পাইব, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকার নাম সাধকের 'চাতকী বৃত্তি'। তাঁ'র মন সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখে ভগবানের দিকে থাকে। সাধারণের তৃষ্ণা অপেক্ষা চাতকের তৃষ্ণা স্বতন্ত্র। সাধারণের তৃষ্ণা সাধারণ পার্থিব জলে দূর হয়, পরন্তু চাতকের তৃষ্ণা আকাশের শুদ্ধ জল ভিন্ন আর কিছুতে নিবারিত হয় না অর্থাৎ চাতক ভগবানের দান ব্যতীত অপরের দান গ্রহণ করে না। সেইরূপ চাতকীবৃত্তি অবলম্বনকারী সাধক ভগবানের কৃপাকণা ব্যতীত পার্থিব কোন বস্তুরই প্রত্যাশী ন'ন এবং পাইলেও কিছু গ্রহণ করেন না।

৩। **শিশু বৃত্তি**—দুষ্ট ছেলেকে শাসনের জন্য পিতা কোনও একটি উচ্চ স্থানে তাহাকে বসাইয়া রাখেন। ছেলেটি নামিতেও পারে না, অন্য কাহাকে ডাকিতেও পারে না, কারণ সে পিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বই আর কাহাকেও জানে না। সে মনে করে, হয় কাঁদিতে থাকিলে পিতার প্রাণে দয়া হইবে—এই ভাবিয়া সে অনবরত কাঁদিতে থাকে। সেইরূপ ভক্তও নিজের বিপদে সেই জগৎপিতাকে ভাবের ক্রন্দনে ডাকিতে থাকেন। ইহার নাম সাধকের শিশু বৃত্তি। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—"Except you be turned into a little child, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven." অর্থাৎ শিশুর মত সরল ও নির্ভরশীল না হইতে পারিলে তুমি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আমরা দুষ্ট সন্তান, তাই ভগবান্ আমাদিগকে সংসার-কুলুঙ্গিতে বসিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি অকপটচিত্তে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কান্নার ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে পারি, নিশ্চয়ই তিনি আসিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং শিশু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজ দোষের জন্য অনুতাপ কর এবং যাহাতে পুনরায় সেইরূপ কার্য্য করিতে না হয়, তা'র জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাক, সময়ে সাধু মহাপুরুষ দ্বারাই তিনি তোমাদের ইহ-পরকালের উপায় ঠিক করিয়া দিবেন।

৪। **শরণাপত্তি বৃত্তি**—শরণাপত্তি বৃত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা—

(ক) আনুকূল্যগ্রহণ—যাহা তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল সেইরূপ কার্য্য-গ্রহণ। বেদাদি শাস্ত্রে তিনি নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন।

(খ) প্রতিকূলবর্জ্জন—যাহা করিলে অনুতাপ আসে, তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ ঈশ্বরের আজ্ঞা, তা'র বিরুদ্ধে চলার দুঃসাহস সদা ত্যজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গ) বিশ্বাস—ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই রক্ষা করিতেছেন এবং করিবেন ইহাতে বিশ্বাস।

(ঘ) আত্মসমর্পণ—তিনিই আমার একমাত্র রক্ষক, এই জ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা।

(ঙ) 'তদর্থে জীবনম্'—তাঁর আদিষ্ট কাজ করিবার জন্যই নিয়োজিত হইয়াছি, সদা সর্ব্বদা এই মনে করা।

এই পাঁচটি নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে হইবে। নতুবা আজ দিলাম আর কাল ফিরাইয়া নিলাম, এরূপ হইলে চলিবে না। মনপ্রাণ একজনকে দিয়া অন্যকে ভজিলে অসতী হইতে হয়। যে কর্ম্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করিবে, তাহাতে যেন নিষ্ঠা থাকে। সাধন ভজন প্রাণ দিয়া করিতে হইবে। না করিতে পারিলে যেন প্রাণে গভীর ব্যাকুলতা আসে, প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ করে,—এই ভাব রাখিতে হইবে।

ভগবান্ সর্ব্বদাই কিসে জীবের পারমার্থিক সুখ হইবে, এই আশায় নিজ স্বভাবেই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম অজস্র দান করিতেছেন। তিনি পাইবার আশায় দান করেন না, দান করা তাঁর স্বভাব। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আমরা এতদিন কৃপা বিনা মরিয়া যাইতাম। তাঁর কৃপাবারি অনবরত অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে, তাই আজও বাঁচিয়া আছি। দাতা সদা সর্ব্বদা দান করিলে কি হইবে, গ্রহীতার যদি সে দান রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র না থাকে, যদি পাত্র ছিদ্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, দত্তবস্তু পাইলেও হারাইয়া যায়। সেইরূপ তাঁর কৃপাবারি আমাদের উপর বর্ষিত হইলেও আমাদের হৃদয়-আধার ছিদ্রময়, তাই সব পড়িয়া যায়। তিনি দিলেও রাখিতে পারি না। ঈশ্বরের দয়ার বিরাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে, কেবল পাত্রে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই হইল।

১৮

ঈশ্বর-দর্শনলাভের উপায়

কুমারী অবস্থায় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। নূতন বিবাহ-কালীন স্বামী যে কি বস্তু তা' সে জানে না। তখন যদি সে স্বামীর নিকট টাকাকড়ি গহনা চায়, তাহা হইলে স্বামী মনে করে 'এ সোণা-দানাই ভালবাসে, আমাকে চায় না।' কিন্তু স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি স্বামীর উপর প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা জন্মায়, এবং স্বামীর সঙ্গে ছাড়া আর কোথাও থাকিতে না চায়, তখন স্বামী মনোমত করিয়া স্ত্রীকে সাজাইয়া দেয় এবং বলে, 'আহা! যখন সে চায় না, তখন তাহাকে আমার দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।' দীক্ষার পর ইষ্ট-দর্শনলাভের জন্য প্রাণপণে জপযজ্ঞে নিযুক্ত হইতে হয়, তারপর প্রেম-ভক্তি প্রগাঢ় হইলে ইষ্ট-দর্শন হয়। ভগবানের দর্শন লাভ হইলে ভক্তের কোন অভাবই থাকে না। আমরা আগেই ভগবানের নিকট টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি চাহিয়া বসি। আগেই ফাউ চাই, জিনিষ কিনিলে তবে ত দোকানী ফাউ দেয়। কিন্তু আমরা জিনিষ কিনি না, ফাউ চাইয়া বসি।

একটা মুটের পায়ে কাঁকর ফুটিয়া যাওয়ায় মুটে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে,—'হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে রাজা কর, তাহা হইলে আমি রাস্তায় কম্বল বিছাইয়া মোট বহিব।' মুটের এ জ্ঞান হইল না যে, রাজা হইলে তাকে আর মোট বহিতে হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তেমনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তি হইলে সাংসারিক অভাব একেবারেই থাকিবে না—একথা ভুলিয়া গিয়া আমরা প্রেম-ভক্তির পরিবর্ত্তে অভাব-অভিযোগের কথাই আগে ভগবান্‌কে জানাই !

১৯

ভগবন্নাম

বস্তুকে বুঝাইতে গেলে হয় রূপ নহেত নাম—এই দুইয়ের মধ্যে একটা দিয়া বুঝাইতে হয়। ভক্তেরাই ভগবানের রূপ দেখিতে পান, তাঁহারাই দেখিবার যোগ্য পাত্র, তাই তিনি তাঁহাদিগকে নিজ রূপ দেখান। সাধারণের পক্ষে ভগবানের রূপ ত দেখিবার যো নাই, অতএব নাম দিয়া নামের অন্তর্গত যে গুণ, তাহা দিয়াই বুঝিতে হইবে। নাম একটা শব্দ, শব্দই আবার ব্রহ্ম। অ, আ, ইত্যাদি বর্ণগুলির উচ্চারণে যেমন কণ্ঠের অসুখ সারিয়া যায়, সেইরূপ মন্ত্রগুলিও এইরূপ সুরে বাঁধা যে নিয়মিতভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলে দেহের সমস্ত যন্ত্রের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সুতরাং আধি-ব্যাধি সমস্তই নষ্ট হয়। অতএব নাম ধরিয়া থাক, নামের যে কি মাদকতা শক্তি আছে, তাহা তিনিই জানাইয়া দিবেন।

প্রথমে নামই আমাদের একমাত্র বল—নামই সহায় সম্পদ, নামে সমস্ত অশুচি নষ্ট হয়। নাম করিবার আগেই দেখিবে তোমাকে অশুচিতে ধরিয়া আছে, কিন্তু নাম করিতে আরম্ভ করিলে আর তুমি অশুচি থাকিবে না, বরং এত শুচি হইবে যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর কেহ অশুচি থাকিলে তাহাকে তুমি শুচি করিতে পারিবে। নামে বসিবার সময় যতদূর সম্ভব অশুচি দূর করিয়া বসিও, তারপর যতই অশুচিভাব হৃদয়ে আসুক না কেন, নামের গুণে সব শুচি হইয়া যাইবে।

প্রথমে ঔষধ সেবনের মত এই নাম গ্রহণ করিতে হয়। পিত্তাধিক্যবশতঃ যেমন মিশ্রীও ভাল লাগে না, কিন্তু মুখে রাখিতে রাখিতে মিশ্রীর রস পেটে গেলে পিত্ত নাশ হয় এবং মিশ্রীও ভাল লাগে, সেইরূপ নাম মুখে সদাই রাখিতে রাখিতে, সদাই জপিতে জপিতে ভাবরস পেটে গেলে মায়া-পিত্ত ছাড়িয়া যায়, নামেও রুচি হয়। রোগীর যেমন ঔষধ মহোপকারী, ভবরোগগ্রস্ত সংসারীগণের সেই বৈদ্যনাথের নামরূপ ভেষজ-সেবন সেইরূপ অতীব প্রয়োজনীয়। দানই কর আর যজ্ঞই কর, যদি তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া না কর, যদি তাঁহার নামে রুচি না হইল, তবে সকল বৃথা, সকলই পণ্ডশ্রম। এমন মূর্খ কে আছে যে, ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট করিয়া ভগবন্নামরূপ সুধা পান করিবে না!

২০

মনঃসংযম

একেবারেই মনঃসংযম হয় যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষের। সাধারণ লোকের কি একেবারেই মন স্থির হইবে? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আর নাম করিবার প্রয়োজন কি? নাম করার উদ্দেশ্য মনের চাঞ্চল্য দূর করা। প্রথম প্রথম চিত্ত চঞ্চল থাকেই, কত চিন্তা মনে উদয় হয়, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা আসে আসুক, সে দিকে লক্ষ্য করিও না। মন্ যে দিকেই যাউক না কেন, নাম কোনরূপেই পরিত্যাগ করিও না। মন ছোটলোক ও দুষ্ট বালকের মত। উহাকে যত ভাল কথা বলিবে আর আদর করিবে, উহা ততই দূরে পলাইবে। ততই এদিক ওদিক যাইবে। তুমি মনের খোসামোদ না করিয়া নামের খোসামোদ করিও। নামটি কিছুতেই ছাড়িও না। নামের জালটি ধরিয়া রাখিও, দেখিবে তোমার মন তুমি না ডাকিতেই জালে ধরা পড়িয়াছে। তাই বলি, নামই একমাত্র জীবের সম্বল, নামকে কখনই পরিত্যাগ করিও না। নামে রোগ, শোক, তাপ সব দূরে যায়, শেষে নামীর শ্রীচরণে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

২১

বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন

সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু সকল মানুষই দেখে, কিন্তু বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখিতে পায় যথার্থ মানুষ। ভগবান্ "মহতো মহিয়ান্," সুতরাং তাঁহার ভিতরে এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সুর, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-সমন্বিত বিশাল বিশ্বসংসার থাকিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু বিন্দুস্বরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে তিনি নিত্য প্রকাশিত থাকেন তাহাই আশ্চর্য্য ; অবশ্য, বুঝিলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—দেখ, আমাদের নয়নতারা কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাতে কি বিশাল আকশের প্রতিবিম্ব পড়ে না? যদি এত বড় আকাশের প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র নয়ন-তারাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তবে আমাদের মনোরূপ নয়নতারাতে সেই মনের মন নয়নের নয়ন ভক্তের জীবন সর্ব্বস্বধন জগজ্জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ যারপরনাই বিশাল হইলেও কেন না প্রতিবিম্বিত হইবেন? যিনি আপনার মনোরূপ নয়নতারাতেই ভগবানের প্রতিবিম্ব-পতনে তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহার জীবনই সার্থক।

ভগবান্ একদিকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, আবার অন্যদিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর। বেদশাস্ত্রে বলিয়াছেন—"অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য অন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্" (কঠোপনিষৎ ১।২।২০) অর্থাত অত্মা সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতর অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, আবার আকাশাদি বৃহৎ পদর্থ হহতেও অতি বৃহৎ অর্থাৎ দেশকালাতীত, সুতরাং বুদ্ধ্যাদি কর্তৃক ধারণারও অতীত। আত্মা এই জীবের বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত।—অতএব আমার হৃদয়-বিন্দুর মধ্যে কেননা নেই অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম, অনন্তশক্তি, অনন্তসৌন্দর্য্য-র্ত্তিন্ধু ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে? সুতরাং নিজেকে বিন্দু মনে করিয়া সেই অপার প্রেমসিন্ধুর অন্বেষণে ক্ষান্ত হইও না। ভগবান্ ভক্তাধীন। পড় নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখের মধ্যে শ্রীমতী যশোদাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, তবে বিন্দুতে সিন্ধু দেখিতে পাইব না কেন। তাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তি যদি হৃদয়ে ধারণা না করিতে পারি, ভক্তি থাকিলে তিনি বামন মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিবেন, তবে আর আমাদের ভাবনা কি? তাঁহার জন্য যে যাত্রা তাহা কখনই নিস্ফল হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা এই যে, বিন্দু যখন সিন্ধুর জন্য ব্যাকুল হয়, সিন্ধুও তখন বিন্দুর দিকে ধাবিত হয়। বিন্দু সিন্ধুর পথ জানে না বটে, কিন্তু সিন্ধু কৃপয়া নিজেই উদ্বেলিত হইয়া বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়,—এই হইল ভক্ত ও ভগবানের মিলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশু সন্তান কেবল মাতার জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। কোথায় তাহার মাতা আছে, তাহা সে জানে না, কিন্তু তাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াই তাহার জননী তাহার নিকট উপস্থিত হ'ন। এখানে বিন্দু সিন্ধুর জন্য কাঁদিল এবং সিন্ধু স্বাভাবিক কৃপাপরবশ হইয়া বিন্দুর সহিত মিলিত হইলেন। তেমনি ভক্ত, যিনি বিন্দুর মত, তিনি প্রেমসিন্ধুর জন্য মাত্র ক্রন্দন করিতে থাকেন। কোন্ পথে গেলে যে প্রেমসিন্ধুকে পাইবেন, তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু প্রেমসিন্ধু মাত্র তাহার আকুল ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সেই ভক্তের নিকট উপস্থিত হ'ন। অতএব, পথ জানা নাই বলিয়া চিন্তা করিও না, নিরাশ হইও না. তোমরা কেবল 'প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর' বলিয়া দিবারাত্রি কাঁদিতে থাক, তাহা হইলেই তিনি দর্শন দিবেন। আর তবেই বিন্দুর মাঝে সিন্ধু কি আশ্চর্য্যভাবে বিদ্যমান থাকেন, তাহা বুঝিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।

২২
ভগবানে ভক্তির ফল

ভগবানে যাঁহার ভক্তি আছে তাঁহাতে সমস্ত সদ্‌গুণ বাস করে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ভগবান্ সমস্ত সদ্‌গুণের আধার, সুতরাং তাঁহার প্রতি যাঁহার যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহাতে সমস্ত সদ্‌গুণ কেন্দ্রীভূত হইয়া বাস করে। জ্ঞান জ্ঞানকে, পবিত্রতা পবিত্রতাকে, প্রেম প্রেমকে আকর্ষণ করিবেই করিবে। যে জ্ঞানী নয়, সে কখনই জ্ঞানীকে ভালবাসিতে পারে না। যে পবিত্র নয়, সে কখনই পবিত্র জনকে ভালবাসিতে পারে না এবং যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিক নয়, সে প্রেমিককে ভালবাসিতে পারে না। এই নিয়ম ঐকান্তিক, ইহার ব্যভিচার হয় না। এই নিয়ম অব্যভিচারী হওয়াতে, যে পবিত্র নয়, সে ব্যক্তি কখনই সেই পবিত্রতম পবিত্রস্বরূপ ভগবানের অনুরাগী হইতে পারে না ; অপরপক্ষে যে ভগবানের যথার্থ অনুরাগী, সে ব্যক্তি পবিত্র না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। ভগবানে যথার্থ অনুরাগ থাকিলে ভগবদ্-গুণাবলী ভগবদনুরাগী ব্যক্তিতে সমাগত হয়। বৃক্ষ যেমন মূলদ্বারা পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, ভক্ত তেমনি ভক্তিরূপ মূলদ্বারা ভগবান হইতে সর্ব্ব সদ্‌গুণ রূপ রস আকর্ষণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন। ছিন্নমূল হইলে বৃক্ষ যেমন শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া পরিশেষে মৃত হয়, তেমনি ভগবানে ভক্তিশূন্য হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনরূপ বৃক্ষ মৃত হয়। মীনের যেমন জল, মনের সেইরূপ পরমাত্মা। যতক্ষণ মীন জলে থাকে ততক্ষণ তাহার কি বল, কি উদ্যম, কি স্ফূর্ত্তি. সেইরূপ যতক্ষণ মন ভগবানের শ্রীপাদসমুদ্র-সলিলে নিমগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার যথার্থ জীবন, যথার্থ উৎসাহ ও যথার্থ আনন্দ।

মন কেন বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না ? ইহার কারণ এই যে, মনের স্বস্থান বিষয় নহে, বিষয় মনের পরকীয় স্থান। ভগবান্‌ই মনের স্বস্থান—নিজস্থান। তাই যখন মন ভগবান্‌কে স্বস্থান বলিয়া চিনিতে পারে, তখনই তাহার গতিমুক্তির উপায় হয়। কিন্তু এই মন ভাগবতী মায়ায় এরূপ মুগ্ধ যে, সে তাহার স্বস্থান যে ভগবান্ তাহা সহসা জানিতে পারে না, এইজন্য সে জলহারা মীনের ন্যায় এই সংসারে কেবল দুঃখে শোকে উন্মত্তবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন কাটায়। ভগবদ্ভজনের পথই মনের জীবনের পথ, এবং বিষয় সেবনের পথই মনের মরণের পথ।

২৩

ভগবান্ কি তোষামোদ-প্রিয়?

যাঁহারা ভগবানের নামাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিবেন তাঁহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন এবং যাহারা তাহা না করিবে তাহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না,—ইহাতে কি মনে হয় না যে ভগবান্ তোষামোদ-প্রিয়? ইহার উত্তর শোন—মনে কর যদি কোন সন্তান ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া যেখানে যায় সেখান হইতেই বিতাড়িত হয় এবং অবশেষে মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অভাব মোচন করে, তবে কি তাহাতে মাতার তোষামোদ করা হয়? সেইরূপ আমরা এই সংসারে কোন স্থানে কোন বিষয়ে কোন প্রকারেও শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে যদি সেই প্রাণারাম ভগবানের সর্ব্বসন্তাপনাশকারী পবিত্র নাম করিয়া সুখী হই, তাহা হইলে কি তাঁহার তোষামোদ করা হয়? বরং ইহাতে তাঁহার অপার করুণা প্রকাশ পায়। যদি কোন রাজা এই আদেশ প্রচার করিয়া দেন যে প্রজাগণের আমাকে আর কর দিতে হইবে না, শুদ্ধ আমার নাম করিলেই হইবে, তাহা হইলে প্রজারা কি সেই রাজার প্রতি যারপরনাই আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিবে না? তাহা হইলে সেই রাজরাজেশ্বর ত্রিভুবননাথ ভগবান্ আমাদের নিকট না অর্থ, না বিষয়, না বিভব, না যাগ-যজ্ঞ, না অন্য কিছু ব্যয়সাধ্য কার্য্য—কিছুই চাহেন না, একমাত্র অনায়াসসাধ্য তাঁহার নাম শ্রবণ করিলেই যদি তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তুষ্ট হ'ন, তাহা হইলে কে না তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিবে? অতএব, তোমরা কুতর্ক ত্যাগ করিয়া সদা সর্ব্বদা তাঁহার মধুময় নাম গ্রহণ কর।

তিনি দিবেন, কি না দিবেন, সে বিষয়ে তোমার ভাবনার দরকার নাই, তুমি কেবল ডাকিয়া যাও। দেবার ভার তাঁ'র— ডাকিবার ভার তোমার। তোমার দায়িত্বে যাহা, তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন কর। তুমি বড় জোর তাঁহার নিকট তোমার অভাব জানাইতে পার, কিন্তু তাঁহাকে 'ইহা করিয়া দিতে হইবে' একথা বলিতে পার না। তাহা হইলে ভগবান্‌কে হুকুম করা হয়। তুমি চুপ করিয়া তাঁহার দয়ার প্রার্থী হইয়া বসিয়া থাক। নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

ঈশ্বরের দয়ার বিরাম নাই—অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে, কিন্তু গ্রহীতার পাত্র যদি ছিদ্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে দত্তবস্তু পাইলেও হারাইয়া যায়, ভোগে আসে না। সেইরূপ আমাদের হৃদয়াধারে শত ছিদ্র, তিনি দিলেও সব পড়িয়া যায়। সাধুদের হৃদয় উপযুক্ত পাত্র, তাই তাঁহারা ভগবানের দান গ্রহণ করিতে পারেন।

২৪
আয়ু

আয়ু কতটুকু! যে সময় বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই সময়ের সমষ্টি আয়ু নয়, যে সময় ভগবদ্‌গুণগানে ব্যয়িত হয়, সেই সময়ের সমষ্টি প্রকৃতরূপে আয়ু। এই সম্বন্ধে একটি গল্প শ্রবণ কর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও সময়ে বশিষ্ঠ মহর্ষির তপোবনে মুনিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। বশিষ্ঠদেবের ক্রোড়ে তাঁহারসপ্তম-বর্ষীয় পৌত্র পরাশর আসীন ছিলেন। এমন সময় সপ্তযুগবর্ষীয় দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় মুনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনার পর বশিষ্ঠের ক্রোড়ে পরাশরকে অসীন দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সভাস্থ সকল মুনি অবাক হইলেন। সেই সময় পরাশর বলিলেন, 'প্রভু, আমি বালক, আপনার ন্যায় বৃদ্ধ মহামুনি আম'কে এইরূপে প্রণাম করিয়া কেন আমাকে নরকভাগী করিলেন?' উত্তরে মার্কণ্ডেয় বলিলেন, 'সভাস্থ মুনিগণ, আপনারা শ্রবণ করুন—যতটুকু সময় শ্রীভগবানের নামে ব্যয়িত হয়, সেইটুকুই আমাদের জীবনকাল, অন্য সময়ে আমাদের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরাশরের সমস্ত সময় ভগবৎকথায় সুব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ সু সময় সমূহের সমষ্টি করিলে আমার আয়ু পাঁচ বৎসরও হইবে কিনা সন্দেহ। এই কারণে পরাশরকে আমার অপেক্ষা বৃদ্ধজ্ঞানে প্রণাম করিলাম।'

২৫

মানুষের গৌরব

ভগবান্‌কে লইয়াই মানুষের গৌরব, ভগবদাশ্রয়-বিহীন হইলে মানবজীবন যারপরনাই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। এক হইতে এককে বিয়োজিত করিলে শূন্য হয়, একথা বালকেরাও জানে, কিন্তু নিজের আত্মা হইতে ভগবান্‌কে বাদ দিলে যে আমরা কি হই, তাহা আমরা জানি না। গণিতের যে শূন্য তাহার বরং অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, তাহার বরং মূল্য আছে কিন্তু ভগবান হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়ি।

কোন্ জ্ঞান সারজ্ঞান?—পরমাত্মার জ্ঞান। কোন্ নাম সারতম নাম?—ভগবানের নাম। কোন্ আশ্রয় সারতম আশ্রয়? —ভগবানের আশ্রয়। মানব যদি এসকল না জানিতে পারে, তবে তাহার কিছুই জানা হইল না। মানুষ বাহ্য বস্তুকে অনেক পরিমাণে চিনিতে পারিয়াছে কিন্তু অন্তরের সংবাদ যে কিছু পাইয়াছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। বাহিরে ইন্দ্রপুরী হইলে কি হইবে, অন্তরে নরকপুরী না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাহিরে ইন্দ্রপুরী আর অন্তরে নরকপুরী—ইহা ভাল নয়। গোরস্থান মনোরম কি? তাহাতে কত সুন্দর পুষ্প, কত সুন্দর বৃক্ষ, কত সুন্দর সুন্দর খোদিত প্রস্তরখণ্ড, কিন্তু অন্তরে কেবল রাশি রাশি বীভৎস শবদেহ! সেইরূপ আমরা যতই কেন বাহিরের উন্নতি করি না, অন্তরের উন্নতিলাভ করিতে না পারিলে আমাদের কিছুতেই প্রকৃত মঙ্গললাভ হইবে না। কোন স্থানে সহস্র নিকেতন থাকুক কিন্তু ভজন-মন্দির দেখিলে তাহা দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব যত প্রমাণিত হয়, অন্য কোন গৃহ দ্বারা তাহা হইতে পারে না; কেন না, অন্যান্য নিকেতন মানুষের ইহলোকের পরিচয় দেয়, কিন্তু ভজন-মন্দির মানুষের পরকালের সাক্ষ্য দেয়।

বাহ্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণে মানুষের সহিত পশুপক্ষাদির সাম্য আছে, কিন্তু ভগবানের দিকে মানুষের আকর্ষণে মানুষের সহিত পশুর বৈষম্য আছে,—এই ভগবদাভিমুখী আকর্ষণই মানুষের গৌরব। মনুষ্য যদি সহস্র সহস্র সত্য জানিয়াও ভগবানের অস্তিত্ব জানিতে না পারিত, তাহা হইলে তাহার কোন মহত্ত্বই থাকিত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের অস্তিত্বই সর্ব্বসারতম সত্য। আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যের দ্বারা যত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তা'র মধ্যে 'ঈশ্বরাস্তিত্ব' তত্ত্বই সর্ব্বসারতম তত্ত্ব। ঈশ্বর-প্রতিপাদক শব্দ উচ্চারণ করিলেই এমন এক মহান্ পুরুষের কথা বলা হয়, যিনি অনাদি, অনন্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বপাতা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববিধাতা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, পূর্ণমঙ্গল, পূর্ণপবিত্র ও পূর্ণপ্রেমময়। যখন বলি 'ঈশ্বর' তখন কাহার নাম উচ্চারণ করি? যাঁহার আদি নাই অথচ যিনি সকলের আদি, যাঁহার অন্ত নাই অথচ যিনি সকলের অন্ত, যাঁহার আশ্রয় নাই অথচ যিনি সকলের আশ্রয়—যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহ নাই, এমন এক মহাপুরুষের নাম করিতেছি; যে নামে কত শোকীর শোক, কত রোগীর রোগ, কত পাপীর পাপ, কত তাপীর তাপ, কত দুঃখীর দুঃখ, কত দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতা দূর হইয়াছে ও হইতেছে, সেই পরমপবিত্র নাম। যখন পৃথিবীর সকল আশ্রয় চলিয়া যায়, সকল ভরসা ফুরায়, সাধের প্রিয়জনের মুখ অদৃশ্য হয়, বিষয়-বিভব সমাপ্ত হয়, তখন মানুষ যাঁহার নাম করিয়া শান্তিলাভ করিতে চায়, ইহা তাঁহারই সেই মধুর নাম। কি মুমূর্ষু, কি রোগী, কি শোকী, কি পাপী, কি তাপী, কি সাধু কি অসাধু - সকলেরই পরমাবলম্বন সেই নাম। মানবের যত প্রকার অভাব আছে, তার মধ্যে ভগবানের জন্য যে অভাব, তাহাই গুরুতম।

কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি দেখিতে হইলে আমরা কি দেখিব? আমরা কি তাহার কেবল বাহ্য উন্নতি অর্থাৎ প্রশস্ত রাজপথ, অপূর্ব্ব কারুকার্য্যশোভিত রম্য হর্ম্ম্য, বিবিধ কল-কারখানা, অগণ্য সৈন্য-সামন্ত, দুর্ভেদ্য দুর্গ-শ্রেণী, মুহূর্ত্তমধ্যে শত সহস্র জীবন-নাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিধ ভীতিপ্রদ মারণ শস্ত্র, ঘোরতর নিষ্ঠুরতামূলক সমরনীতির কূটকৌশল, বহুসংখ্যক জলযান ও বায়ুযান, স্বল্পকালমধ্যে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ-প্রেরণ যন্ত্র অথবা স্বল্পকালমধ্যে বহুস্থান জলপ্লাবন-কৌশল ইত্যাদি দেখিব ? কখনই নহে কারণ এ সকল আমাদের শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার সহায়ক হইলেও ইহাদের দ্বারা মনের ক্ষুধা মিটে না, পরমমঙ্গল লাভ করা যায় না।

যত কেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্পনৈতিক অথবা প্রত্নতত্ত্ব কিম্বা সমরনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের উন্নতি লাভ করি না, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের উন্নতি না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম একপ্রকার পণ্ড হইয়া যায়। ভারতের গৌরব জড়বিজ্ঞানে অর্থাৎ ভোগবিজ্ঞানে নহে ভারতের গৌরব আধ্যাত্মবিজ্ঞানে ; ভারতের গৌরব অর্থবিজ্ঞানে নহে, ভারতের গৌরব পরমার্থবিজ্ঞানে। যে জাতি ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সে জাতির আবার বিশেষ গৌরব কি ? সে জাতির পশুবলজন্য রাজসিংহাসন ধর্ম্মবলদৃপ্ত জাতির তৃণাসন অপেক্ষা অতি হীন।

অনিত্য বস্তুতে যাহার প্রেম, তাহার বিপদ ঘটিবেই ঘটিবে, কিন্তু সেই নিত্য বস্তুতে যাঁহার প্রেম, তাঁহার বিপদ নাই। অনিত্যের প্রতি মায়া থাকিলে দুঃখের অশ্রু পরিত্যাগ করিতে হইবেই হইবে, কিন্তু যদি নিত্যের প্রতি মায়া থাকে, তাহা হইলে এই সংসার আনন্দময় বলিয়া বোধ হইবে। অভক্ত প্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা জানে না, প্রেম কি বস্তু তাহা জানে না, এজন্য তাহাকে পদে পদে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় ; অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতির প্রকৃত বস্তু কি তাহা চিনিয়া লওয়া পরমাবশ্যক। যাঁহার আশ্রয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, যাঁহার পদাম্বুজ পরমভক্তদিগের পরমসেবনীয়, সেই সর্ব্বারাধ্য পরমদেবকে প্রেমের যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার কার্য্যে প্রাণ, মন ও আত্মা সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর। সকল অবস্থায় সেই দুঃখহারী প্রভুকে বল,—দেব! আমাদের সমস্ত অনুরাগ তোমাতেই আবদ্ধ হউক, আমরা তোমারই হইয়া যেন এই সংসারে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে পারি। তাহা হইলে আমরা সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

সংসারের দিকে অভক্তের কোমলভাব থাকে বলিয়া সংসারের বিপদাদি তাহাকে সহজেই আক্রমণ করে, কিন্তু সংসারের দিকে ভক্তের ভীষণ ভাব সর্ব্বদা থাকে বলিয়া সাংসারিক আপদ-বিপদ তাঁহাকে দেখিয়াই পলায়ন করে। তোমরা সংসারের দিকে কখনই কোমলভাব প্রকাশ করিও না, কোমলভাব প্রকাশ করিলে সাংসারিক বিপদাদি তোমাদের মাথায় চড়িয়া বসিবে। সংসারকে সর্ব্বদা তোমাদের ভীষণ ভাব দেখাইতে হইবে। ভক্ত হইতে গেলে এই ভীষণভাব সাধন করিতে হয়। ভীরুতায় ভীরুতা বাড়ে, কিন্তু সাহসে সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিপদের দিকে যতই ভীরুতা দেখাইবে, ততই ভীরুতা বাড়িয়া যাইবে। ভক্ত বিপদকে দেখিলে কিছুমাত্র ভীত হ'ন না, কেন না যমরাজকে যেমন ইতর প্রাণী ভয় করে, ভক্তকে দেখিলে বিপদ তেমনি ভয় পায়। ভক্ত যখন তাঁহার প্রেমাস্পদের বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করেন, তখন তাঁহার মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, সেই আনন্দের লহরে বিপদাদি যে কোথায় ভাসিয়া যায়, ভক্ত তাহা জানিতেই পা'ন না ঘোর মাতালের পুত্র মরুক, মিত্র মরুক অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-বিত্তাদি বিনষ্ট হউক, তাহাতে তাহার কি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকে? সে মদের মত্ততায় শোকের বা দুঃখের ঘটনা আদৌ টের পায় না; তেমনি ইষ্টপ্রেম-মদিরাপানে যে সকল ভক্ত দিবানিশি মত্ত রহিয়াছেন, পুত্র-বিয়োগ, সাংসারিক বন্ধুবান্ধব-বিয়োগ ও বিষয়বিত্ত-বিয়োগ এ সকল তাঁহাদের মনকে কিরূপে বিচলিত করিবে? ভক্তি সংসারপাশ-ছেদিনী। এইজন্য যখনই ভক্তি সাধকের মনে উদিত হ'ন, তাঁহার সংসারের তাবৎ বস্তুর সহিত যে বন্ধন ছিল তাহা তিনি খণ্ডন করিয়া দেন; এই কারণে ভক্ত সংসারপাশ-মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন। এই সংসারপাশ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত থাকেন বলিয়াই ভক্তকে কোন বিপদ আক্রমণ করিতে পারে না।

চোরের হাতেই দড়ি পড়ে, সাধুর হাতে কোথায় দড়ি? সেইরূপ অভক্তের হাতেই সংসারের মহাপাশ, ভক্তের হাতে তাহা কোথায়? চোর হও, হাতে দড়ি পড়িবে; সাধু হও, সর্ব্বদা মুক্ত থাকিবে, কোন বিপদ ঘটিবে না। অভক্তি লইয়া থাক, শত শত বিপদের দ্বার তোমাদের নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, ভক্তি লইয়া থাক, তোমাদের বিপদ যে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা পাইবে না।

যথার্থ ভক্তের বিপদ ভাবিবার সময় থাকে না। তিনি তাঁহার পরমপ্রেমাস্পদের অতুল মহিমা, অনুপম প্রেম চিন্তা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, তিনি আবার অন্য কিছুর কি চিন্তা করিবেন? ভক্তের কি দুই চিন্তা আছে যে, এক চিন্তার পর অপর চিন্তা আসিবে? তিনি সেই পরমদেবের সর্ব্বক্লেশ-কলুষনাশিনী চিন্তায় আপনার মনকে সর্ব্বদা জুড়িয়া রাখেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং তাঁহার মনে অন্য চিন্তা কেমন করিয়া আসিবে ? অসার সংসারের ভাবনায় যাঁহাদের মন নিযুক্ত থাকে, তাহারাই বিপদের চিন্তায় আক্রান্ত হয় ; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের চিন্তায় আপনার মন ও প্রাণ সর্ব্বদা নিয়োজিত রাখেন, তাঁহাদের অন্তরে বিপদের চিন্তা কি করিয়া আসিবে ? রোগীরই রোগের চিন্তা হইয়া থাকে, নীরোগের সে চিন্তা কোথায় ? সেইরূপ অভক্তিরূপ মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তিরই বিপদ চিন্তা হইতে পারে কিন্তু অভক্তিরূপ রোগরহিত ভক্তের তাহা কিরূপে হইতে পারে ?

আলোক হইতে যখন অতি দূরে থাকা যায়, তখন অন্ধকারে ভূত-পিশাচের ভয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন আলোকের অতি নিকটে থাকা যায়, তখন অন্ধকার কোথায় ? আর ভূত-পিশাচের ভয়ই বা কোথায় থাকে ? তেমনি যখন সেই বিশ্বালোক ভগবান্ হইতে দূরে থাকা যায়, তখন পাপান্ধকার থাকে এবং সে অন্ধকারে বিপদরূপ ভূত-পিশাচ অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু যখন সেই পরমপুরুষ ভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, তখন সে সকল কোথায় থাকে ? পতঙ্গ যেমন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, ভক্তের মন তেমনি ভগবানের পবিত্র স্নিগ্ধ প্রেমালোক দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। প্রভেদ এই যে, আলোকে পতঙ্গের মৃত্যু হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমালোকে ভক্ত অমৃতত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার মরণ-ভয় একেবারে দূর হইয়া যায় এবং তিনি নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হ'ন।

সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ সেই আনন্দময়ের নামে সকল দুঃখ, সকল জ্বালা দূরে যায়। প্রকৃত ভক্ত ভীষণ বজ্রকেও ভয় করেন না, তাঁহার নিকট মৃত্যু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরান্তু, সহস্র বিপদেও তাঁহার মুখ মলিন হয় না, কেননা বিপদ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি বলেন যে, যখন সেই বিপদবারণ ভগবান্ তাঁহার প্রেমাস্পদ, তখন তাঁহার আবার বিপদ কি ? শ্মশানে তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ আনন্দঘনকে দেখিয়া আনন্দিত হ'ন এবং অট্টালিকাতেও তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দমনে অবস্থান করেন। তাঁহার নিকট সংসারের সম্পদ, বিপদ, লাভ, ক্ষতি, মান, অপমান, আলোক ও অন্ধকার এ সকল কিছুই নাই। তিনি সকলই আনন্দময় ও অমৃতময় দেখেন, কেননা তিনি সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্বকালে তাঁহার সর্ব্বস্বধন সেই মূর্ত্তানন্দকে নিরীক্ষণ করেন। অভক্ত ব্যক্তির কিছুতেই শান্তি নাই, তাহার সম্পদ তাহাকে বিপদের গৃহে লইয়া যায়। একটুতেই তাহার মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, কিন্তু ভক্তের মন সদা আনন্দেই পূর্ণ থাকে, কারণ তিনি অনন্ত আনন্দের উৎস সেই পরম দেবতাকে সকল অবস্থাতে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন।

সংসারে অন্যান্য বস্তু আসে যায়, সুতরাং তাহাদের দ্বারা প্রকৃত আনন্দলাভ হইতে পারে না, কিন্তু ভক্তের আরাধ্য ও প্রাপনীয় পদার্থ নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী (অখণ্ড), এইজন্য তাঁহার সর্ব্বকালেই আনন্দ। তিনি সর্ব্বব্যাপী আনন্দঘনকে জলে, স্থলে, শূন্যে, চক্ষে, বক্ষে, সহস্রারে, শ্মশানে, উদ্যানে, কুটীরে, প্রাসাদে, জনাকীর্ণ বা জনশূন্য স্থানে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া মহানন্দে মগ্ন থাকেন। বিষণ্ন বদন তাঁহার নাই, সদাই প্রসন্ন বদনে বিরাজিত থাকেন। শত শত ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলেও তাঁহার আনন্দ মন্দীভূত হয় না, তিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন বদনে তাঁহার প্রেমাস্পদের গুণ-কীর্ত্তনে ও রূপ ধ্যানে ডুবিয়া থাকেন। ভোজনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আনন্দ, ভ্রমণে তাঁহার আনন্দ, আসনে তাঁহার আনন্দ, শয়নে তাঁহার আনন্দ, সম্পদে তাঁহার আনন্দ, বিপদে তাঁহার আনন্দ, আদরে তাঁহার আনন্দ, নিরাদরে তাঁহার আনন্দ, স্বপ্নেও তাঁহার আনন্দ, পরিশেষে মৃত্যুকালে তাঁহার পরমানন্দ। আনন্দ-ঘনের স্নেহের পাত্র হইয়াও যদি সদানন্দে না থাকিব, তবে আমি তাঁহার সন্তান বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করি, আমি তাঁ'র ভক্তও নহি অথবা তাঁ'র স্বরূপও নহি—আমি একজন ঘোর মিথ্যাচারী, কপটাচারী। ভক্তের বিষাদ বা ক্রন্দন নাই। ভক্তের যদি ক্রন্দন থাকে, তবে তাহা প্রেমভক্তির ক্রন্দন। সে ক্রন্দন দেবতারও প্রার্থনীয়। ভক্তির পরিপক্ক বা সিদ্ধাবস্থাতে শোক যায়, তাপ যায়, জ্বালা যায়, যন্ত্রণা যায় এবং বিপদ-ভয় সমস্ত দূরে পলায়ন করে। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, বিপদ-সম্পদ, জীবন-মরণ প্রভৃতি কিছুই প্রকৃত ভক্তের পবিত্র আনন্দ বিনষ্ট করিতে পারে না। যথার্থ ভক্ত কে?—যিনি সকল স্থানে সকল অবস্থায় ও সকল কালে সেই আনন্দঘনকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ-সমুদ্রে সর্ব্বদা ভাসমান থাকেন।

মনের প্রিয় সম্মিলনের ইচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু, প্রিয় দুই প্রকার আছে—এক কাঁদাবার প্রিয়, দ্বিতীয় চিরশান্তিপ্রদ প্রিয়। অর্থ, মান, সম্পদ ইত্যাদি ইহারা কাঁদাবার প্রিয়, ইহাদের পাইলে মন চিরতরে সন্তুষ্ট রহে না। মানব-মনে শান্তির যে আদর্শ আছে, সে আদর্শের নিকট ধন, মান ইত্যাদি-প্রাপ্তিজনিত সুখ তুচ্ছ হইয়া যায়। তাই কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিলাসী, কি ভিখারী—কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না যে, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরসুখী, কারণ যে সুখ-শান্তি পাইলে আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা হয় না, যে সুখ-শান্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সেই সুখ বা শান্তি সে পায় নাই। তাই সংসারী সকল লোকেরই একদিন না-একদিন এমন সময় আসে যে ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, বিভব আর কিছুই ভাল লাগে না ; তখন যেন কেবল 'শান্তি কোথায়' 'শান্তি কোথায়'—ইহাই মনে প্রশ্ন হইতে থাকে।

যখন কাঁদাবার প্রিয়ের দ্বারা মনে তৃপ্তি হয় না, তখন আর এক প্রিয়ের কথা মনে পড়ে—তিনি চিরশান্তিপ্রদ প্রিয়, তিনি পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়, তিনি পার্থিব সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়। সেই চিরশান্তিপ্রদ প্রিয়কে পাইলে, তাঁহার চিরশান্তিময় চরণতলে বসিতে পাইলে, যে মনোরূপী বালক ধন, মান, বন্ধু, বান্ধব, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারে নাই, সে আর কিছুতেই উঠিতে চাহিবে না, সে চিরতরে শান্তিলাভ করিবে—ইহাই মনুষ্য-জীবনের গৌরব।

২৬

সঞ্চয়ে সঞ্চয় হয়, না ত্যাগে হয়?

সাধারণ লোকে বলিবে,—সঞ্চয় না করিলে কি সঞ্চয় হয়? ত্যাগ করিলে ত চলিয়া যায়, থাকে কৈ? সঞ্চয় না করিলে কি সুখী হওয়া যায়? ত্যাগ করিলে কোথায় সুখ? কিন্তু, জ্ঞানীর শাস্ত্র ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, ত্যাগেই আয় আর সঞ্চয়েই ব্যয়। এই জমা-খরচের খাতা অসার সেবী বিষয়াসক্ত লোকের থাকে না। তিনি বলেন, যে দেয় সে পায়, যে দেয় না সে পায় না। ইহা জ্ঞানী ভক্তের গুপ্ত খাতা। কথাটা পরিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা আবশ্যক। ভগবানের জন্য যে ত্যাগ করা হয়, তাহা শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোন দীন দুঃখীর দুঃখাশ্রু ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া মোচন কর, দেখিতে পাইবে যে, তাহার একবিন্দু অশ্রুমোচনে তোমার শতবিন্দু অশ্রু বিমোচিত হইবে। তুমি এক নিরাশ্রয় ব্যক্তির একদিনের অন্ন বিধান কর, তোমার শতদিনের অন্ন-সংস্থান হইবে। বহুশ্রমার্জ্জিত এক মুষ্টি শক্তু দানে তোমার যে মঙ্গল হইবে, তুমি অপূর্ব্বসুন্দর প্রাসাদে শত শত পরিচারক পরিচারিকা দ্বারা পরিসেবিতে হইলেও যে আত্মপ্রসাদ ও মঙ্গললাভ করিতে পারিবে না। স্বার্থপর হইয়া তুমি বিপুল অর্থ, চিত্তচমৎকারিণী সৌধশ্রেণী, নয়ন-মনোরঞ্জন বিলাসভবন প্রভৃতি লাভ করিয়া যে আনন্দলাভ করিবে, স্বার্থ-পরিত্যক্ত হইয়া একজন সাধু মহাত্মার একদিনের অভাব বিদূরিত করিলে সেই আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। নিঃস্বার্থ-ত্যাগের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি সাধারণের জ্ঞানগম্য না হইলেও জ্ঞানীভক্ত তাহা জানেন। ভক্তের গুপ্ত খাতায় অভক্তের নিকট সদা গুপ্ত ভগবানের কার্য্য-প্রণালী বর্ণিত আছে, তাই ভক্তই বলিতে পারেন, ত্যাগে কত আয় হয়।

ভোগ-ত্যাগ সংসারাসক্ত ব্যক্তির কাছে কি ভয়ঙ্কর কথা! কিন্তু ভক্তের কাছে তাহা অতি সহজ কথা। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগের কথা সাধারণ লোক শুনিলে একপ্রকার হতজ্ঞান হয়। সেই প্রাতঃস্মরণীয় রাজার বদান্যতা ও অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতার কথা শ্রবণ করিলে সাধারণ মনুষ্য বিস্ময়ে নিতান্ত চকিত হ'ন বটে, বলেন—"হায়, হরিশ্চন্দ্র কি করিয়া এমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন! বিশ্বামিত্র যখন দক্ষিণার জন্য তাঁহাকে পীড়ন করেন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন করিয়া তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কেনই বা এমন দুষ্কর ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ?" এইরূপে সাধারণ মনুষ্য রাজার কার্য্যকলাপ-চিন্তায় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ কথা ; কেননা, ভক্তই ত্যাগ-তত্ত্ব বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, অপরে তাহার কিছুই জানেনা। ভগবদ্ভক্ত বলেন, বিশ্বামিত্রের আবার ত্যাগ কি ? ইহা ত তাঁ'র বিশেষ লাভ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিণাম দেখিলে কে না বলিবে—'রাজন্! তোমার পরাজয় বলা হয় কিন্তু যথার্থতঃ তোমারই জয়, তোমায় ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয় কিন্তু তুমিই যথার্থ লাভবান্।'

২৭

খরচ যাঁর বেশী তাঁরই জমে

ভক্ত ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলেন, ভগবান্ তাঁহাকে তিনি যাহা প্রাপ্ত হ'ন তদপেক্ষা অনন্তগুণ দান করেন, কিন্তু অভক্ত কিছুই ভগবান্‌কে দেয় না, তাই ভগবান্ তা'র সুখশান্তি, সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া ল'ন। এখানে ভক্তের খরচে কি আশ্চর্য্য-ভাবে জমা হইল এবং অভক্তের জমাতে কি ভয়ঙ্কর খরচ হইল ! দুষ্ট দশানন শ্রীরামচন্দ্রকে কিছুই দেয় নাই, ফলে সবংশে নিধন হইল, আর রাজা বলি যৎকিঞ্চিৎ দানে ভগবান্‌কে গৃহের দ্বারপাল করিতে সমর্থ হইলেন। রাবণ জমা করিতে গিয়াছিল কিন্তু তা'র ধন-জন-প্রাণ সর্ব্বস্ব গেল। দুষ্ট হিরণ্যকশিপু, যা'র রাজ্যে হরিনাম করিবার নিষেধ ছিল, সেই হিরণ্যকশিপু ভগবান্‌কে কিছু না দিয়া সকলি জমা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ফলে তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলি গেল, আর প্রহ্লাদ প্রাণ মন-ধন সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কি অপূর্ব্ব সুখ-সম্পদ না প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! তাই বলি, অভক্ত জমাইতে জানে না, ভক্তই তাহা জানেন। অতএব, যদি জমাইতে চাও, তবে খরচ করিতে শিক্ষা কর অর্থাৎ ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য জগতে দান কর, পরোপকার কর, জ্ঞান-প্রেম বিতরণ কর, দেখিবে—তোমার একগুণ দানে শতগুণ বাড়িবে।

২৮

গৃহাশ্রমী

গৃহাশ্রমী হইয়া রহিবে যেই জন,
অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ।
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিবে, ক্ষুধিতে জীবন,
নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে, শ্রান্তকে আসন ॥
অতিথি আসিলে দ্বারে করিবে যতন,
কতদূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ।
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া,
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥

(যুধিষ্ঠির-বচন)

সৎ গৃহস্থ অতিথিসেবা করিতে না পারিলে বড়ই দুঃখী হন। আর, তুমি কলির গৃহস্থ—অতিথির মধ্যে স্ত্রী এবং স্ত্রীসংক্রান্ত সমস্তই !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯
তীর্থ-পর্য্যটন

তীর্থ-পর্য্যটনে পাপক্ষয় লক্ষ্য। তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াও দেহ হইতে যাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, তৃষ্ণা, আসক্তি, বিদ্বেষ, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, অক্ষমা, অশান্তি ইত্যাদি পাপ গলিত না হয়, তাহার পক্ষে তীর্থ-পর্য্যটন বৃথা শ্রমমাত্র। শাস্ত্র বলেন—

নিষ্পাপত্বফলং বিদ্ধি তীর্থস্য মুনিপুঙ্গব।
কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিষ্পন্নান্নস্য ভক্ষণম্॥
পাপদেহে বিকারা যে কামক্রোধাদয়ঃ পরে।
লোভো মোহস্তথা তৃষ্ণা দ্বেষো রাগস্তথা মদঃ॥
অসূয়ের্ষ্যাঽক্ষমাঽশান্তিঃ পাপান্যেতানি নারদ।
ন নির্গতানি দেহাত্তু তাবৎ পাপযুতো নরঃ॥
কৃতে তীর্থে যদৈতানি দেহান্ন নির্গতানি চেৎ।
নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্ষকস্য যথা তথা॥

(দেবীভাগবত ৩।৮।২২—২৫)

মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে হয়। তীর্থ-পর্য্যটনকালে ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অহিংসা, দান, ও বিনম্র ভাব পালন করিতে হয়। মিথ্যাভাষণ ও কঠোর বচন পরিত্যাগ করিতে হয়। ভগবল্লীলা ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে সময় সার্থক করিতে হয়। মনের সরলতা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে 'মানুষ-ব্রত' এবং মনোবিশুদ্ধ বুদ্ধিকে 'দৈবব্রত' বলেন। মনের নির্দ্দোষিতাই শুচিতার পর্য্যাপ্ত কারণ। শান্তস্বভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০

অবিশ্বাস

মন্ত্র চৈতন্য হয়, অস্ত্র আবির্ভূত হয়—একথা নাস্তিকে বুঝিবে কিরূপে ? দ্রোণাচার্য্য মন্ত্রবলে কূপে পতিত কন্দুক উর্দ্ধে তুলিয়াছিলেন—ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিলেন। গান্ধারীকে মৃত পুত্রসমূহ দর্শন করাইলেন—কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পরীক্ষিতকে রক্ষা করিলেন—আরও কত দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু এসব বিশ্বাসের কাল গিয়াছে। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ এখনও আছেন এবং তাঁহাদের কথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন সে সব লোক এখনও আছেন। তুমি মূলেই অবিশ্বাস কর যে, ব্যাস বলিয়া কেহ ছিলেন না—মন্ত্র বলিয়া কিছু নাই ; এই হৃদয়ে কি ব্যাসের ধ্যান হয়, না মন্ত্রচৈতন্যে চেষ্টা হয় ? কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে বুদ্ধি সৎযুক্তি খুজিবে না। ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়া যুক্তি খোঁজ, নাস্তিকতা বাড়িয়া যাইবে। বিশ্বাস করিয়া যুক্তি অনুসন্ধান কর, তোমার যুক্তিতে শত শত নাস্তিক আস্তিক হইয়া যাইবে।

আজকাল শিক্ষিত লোকের রীতি হইয়াছে অবিশ্বাস। যাহা চক্ষে দেখি নাই, তাহা যে ছিল প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর, আত্মা, মন ইত্যাদি চক্ষে দেখা যায় না - ইঁহারা আছেন ইহার প্রমাণ নাই। আত্মা ইত্যাদি আমাদের মগজে যে শুভ্রবর্ণ এবং ঈষৎ লোহিতধূসরবর্ণ পদার্থ আছে তাহার মিশ্রণে জাত। শিক্ষিতের মধ্যে যাহাদের হৃদয় একটু উদার, তাঁহারা বলেন, এ সমস্ত থাকিলেও থাকিতে পারে, আমরা ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই, কাজেই বলিতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি আপন নির্দ্দোষিত্ব প্রমাণ জন্য শত শত মিথ্যা কথা কহে। কোনরূপে লোককে জানাইতে পারিলেই হইল, আমি নির্দ্দোষ। এই প্রকৃতির লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে না। আর যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন তাঁহারা লোকে শত শত নিন্দা রাষ্ট্র করিলেও আগে নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখেন—হৃদয়স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন - ঠাকুর ! আমি ত তোমার নিকট অপরাধী নই। লোকে আমায় অপরাধী বলিতেছে, ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। জগৎ বিরোধী হউক কোন দুঃখ নাই, আমি কেবল তোমার প্রতিই চাই।

৩১

লোকাপবাদ

আজকাল লোকাপবাদ-ভয় যথার্থ দোষী ব্যক্তিকেও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। লোকাপবাদ প্রধান সামাজিক শক্তি। যে সমাজ লোকাপবাদের ভয় করে না, সে সমাজ বিকৃত। সমাজ শরীরী পদার্থ। যখন সমাজের প্রতি অঙ্গ অবিকৃত ভাবে আপন আপন কার্য্য করে—সেই প্রতি অঙ্গের কার্য্যে সমাজ জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে। লোকাপবাদ-ভয়ে লোকে দুষ্প্রবৃত্তি মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও করিতে পারে না। উপস্থিত সময়ে সমাজ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মানুষ চলে না, ইহাও সমাজের অধঃপাতের সময়। আমরা রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই কিরূপে সমাজ-মর্য্যাদা রক্ষা হইত। প্রকৃত সাধু-চরিত্র যাঁহারা, তাঁহারাও মিথ্যা লোকাপবাদভয়ে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও লোক-তৃপ্তি করিতেন। দুষ্ট লোকের যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার নিদর্শন যদি মহৎ চরিত্র হইতে দেখাইতে পারে, তবে আপনার দুষ্প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে কোথাও সঙ্কুচিত হয় না। ইহা নিবারণ জন্য মহাপুরুষেরা লোকাপবাদ মান্য করিয়া থাকেন। বিচার নিজের জন্য, দয়া জীবের জন্য। মহাপুরুষের লক্ষণ এই। তাঁহারা সহিষ্ণু। সবই করিতে পারেন কিন্তু করেন না। সর্ব্বদাই দয়মান দীর্ঘনয়নে জীবের প্রতি অবলোকন করেন, জীবের শত অপরাধ ক্ষমা করেন। লোক মান্য করিলে মহাপুরুষের মহত্ত্বই প্রদর্শিত হয়। ইহার নাম যথার্থ বিচার নতুবা সামান্য অর্থ-বল থাকিলে যাহারা লোক-মর্য্যাদা রক্ষা করে না তাহারা নিতান্ত মূঢ়।

৩২
অহঙ্কার

কর্ম্মে, আমি কর্ত্তা, এই জ্ঞানই বিনাশের মূল। ভক্তগণ 'আমি করিতেছি' ইহা বলিতে চান না। এ জন্য কর্ম্ম করিতে হইলে, সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া কর্ম্ম করাই বিধি। আমার দ্বারা হইল না, সকলের আশীর্ব্বাদে হইল, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। সকলের আশীর্ব্বাদে হইতেছে, এই বোধ হইলে অহঙ্কার থাকে না। ভক্ত অহঙ্কারকে বড় ভয় করেন। যেখানে দম্ভ, সে স্থানে ভগবান্ থাকেন না।

৩৩
সংযমী

সংযমী জানেন আপনার প্রয়োজন কি—যাহা অনাবশ্যক তা'র প্রতি লক্ষ্য করাও অনাবশ্যক, লক্ষ্য করা ব্যভিচার। সর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যভিচার ত্যাগ না হইলে ভগবান্ মিলে না। তাই ভক্ত আপনার লক্ষ-বিষয়ে এতদূর তন্ময়। ভিতরে বাহিরে আপন ধ্যানে এত নিমগ্ন যে, সম্মুখে প্রকৃতির হাবভাব তাঁহার চক্ষে পড়িলেও মন ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় বলিয়া রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে পায় না।

আমরা রামায়ণে দেখিয়াছি লক্ষ্মণে জিতেন্দ্রিয়। বনবাসকালেও কখন সীতার মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রহরী-স্বরূপে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কোন নিশাচর বা কোন বন্য পশু পাছে রাম-সীতার নিদ্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করে, সেইজন্য লক্ষ্মণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। সীতার চরণেই লক্ষ্য ছিল, কখন মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। বনবাসে আসিবার কালে সুমিত্রা বলিয়া দিয়াছিলেন—

রামং দশরথং বিদ্ধি, বিদ্ধি মাং জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্॥

অর্থাৎ রামকে দশরথ বলিয়া জানিও, জানকীকে আমি (তোমার মা) বলিয়া জানিও, বনকে অযোধ্যা বলিয়া জানিও, হে পুত্র! তুমি আনন্দে [রাম ও সীতার সহিত বনে] যাও।

লক্ষ্মণ তাহাই জানিতেন। যখন রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া যায়, যখন রাম সীতাশোকে পম্পাতীরে উপনীত হন, তখন দশানন-রথারূঢ়া সীতার বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার রামের দর্শনপথে পতিত হইয়াছিল কিন্তু রামের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা এরূপভাবে প্রবাহিত হইতেছিল যে, রাম ঐ অলঙ্কার ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছিলেন না—লক্ষ্মণকে দিয়া বলিলেন 'লক্ষ্মণ, এ কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতার অলঙ্কার ?' লক্ষ্মণ কাঁদিতেছেন, বলিলেন—প্রভু! আমি জানকীর চরণ ভিন্ন অন্য অঙ্গে কখন লক্ষ্য করি নাই।

নাহং জানামি কেয়ুরে নাহং জানামি কঙ্কণে।
নূপুরে চাভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ॥

ইহা ত নূপুর নয়—আমি মায়ের চরণনূপুর মাত্র চিনিতে পারি, কেয়ুর কঙ্কণ আদি অন্য অলঙ্কার চিনি না।

লক্ষ্মণের মত অর্জ্জুনও সংযমী। যখন উর্ব্বশী নিশীথে অর্জ্জুনের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট নিজের কাম-ভাব ব্যক্ত করেন, তখন জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন নির্জ্জন শয়ন মন্দিরে দেবতামনোহারিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এই দেবকন্যাকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন—উর্ব্বশীর কামপীড়িত হাবভাবে মোহিত না হইয়া বলিয়াছিলেন—

'কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীরাণী।
ততোধিক তোমাকেও গরিষ্ঠেতে জানি।
কুলের জননী ক্ষমা করিবা আমারে ॥'

৩৪
ধার্ম্মিক

দুষ্ট লোকে ধার্ম্মিককে নানা কৌশলে কায়দা করিয়া থাকে, ঠকাইবার চেষ্টা করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমস্ত বুঝিয়াও জাগতিক ব্যবহারে সরল—সকলকেই সহজ মনুষ্য ভাবিয়া যে যাহা করাইতে চায়, তাহা ভিতরে বুঝিয়াও বাহিরে কিছুই বলেন না—নিজে বুঝেন ইহাতে ইষ্টানিষ্ট তাঁহার কি হইতে পারে। তিনি জানেন যে সংসার অনিত্য, সংসার মিথ্যা। সংসারে আগমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাই মানুষের ঠকা—ইহার উপর আবার কে কি প্রতারণা করিবে? সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করা তঁাহার কার্য্য। ব্রাহ্মণ দুঃখ প্রতিকার না করিয়া তপস্যা দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করেন, ক্ষত্রিয়াদি যুদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা প্রারব্ধ ভোগ করেন ইত্যাদি। আবার, কোন দুষ্ট লোককে যদি কিছু অঙ্গীকার করিয়া ফেলেন—তাহা সহজে অন্যথা করিতে পারেন না—করিতে প্রাণ চায় না। যদি কেহ বলে, এই পাপিষ্ঠকে কি এরূপ কখনও অঙ্গীকার করিতে হয়, তখন কোন কিছুই উত্তর করিতে পারেন না। যিনি সজ্জন হন, তাঁহার পক্ষে অঙ্গীকার অন্যথা করা আর নরকে যাওয়া একই—"ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ" একথা বড়ই সত্য।

সকলের নিশ্চয় করা উচিৎ যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির সদুপদেশ শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি বলে, পরমেশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া আমায় যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিতেছি, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে—আপনি কেন বৃথা প্রলাপ বকিতেছেন? চেষ্টা না করিয়াও যাহারা বলে, যাহা বুঝিতে পারিব না তাহা বল কেন? ইহারা ভূতাবিষ্ট জনের মত কোন অপকারী শক্তির অধীনেই কার্য্য করে—এবং ইহাদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই, শয়তান ইহাদিগকে যে কোন সময়ে হউক সংহার করিয়া থাকে।

৩৫

"কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ"

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ—এই তিন বীরপুরুষ যেন জীবের কর্ত্তব্য শিক্ষার জন্য। এই তিন চরিত্রই জটিল—জটিল বলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহারা এত রমণীয়। ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরব অপেক্ষা পাণ্ডব-দিগকে স্নেহ করিতেন। যুধিষ্ঠিরাদি ইহাদের নিতান্ত প্রিয়। তথাপি দুর্য্যোধনের নিকট ইঁহারা নানাপ্রকার উপকার পাইয়া-ছিলেন বলিয়া প্রাণে পাণ্ডবের পক্ষ হইয়াও দুর্য্যোধনের জন্য পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধ কর্ত্তব্যের অনুরোধে। ইঁহারা কৃতজ্ঞ, ইঁহারা কৃতঘ্ন নহেন। সকলেই জানিতেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। কিন্তু, নিয়তিবশে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের পক্ষে। একদিকে প্রাণহানি অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা রক্ষা। দুর্য্যোধনের অন্নগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অধর্ম্ম পক্ষে যোগ দিয়া জীবন বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ জানিয়াও তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যদি ইঁহারা পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিতেন তবে ইঁহাদিগকে কৃতঘ্ন হইতে হইত।

গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥

(রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা ৩৪।১২)

গোঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতি সাধুগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতিবিধান কুত্রাপি নাই। রামায়ণে যে উক্তি মহাভারতেও তাই। শান্তিপর্ব্ব ১৭২ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে—'ধর্ম্মরাজ, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন রাক্ষসেরাও তাহাকে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে কিন্তু যে কৃতঘ্ন তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।' 'যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস রাক্ষস ও অন্যান্য কীটেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামায়ণ বলেন "কৃতঘ্নঃ সর্ব্বভূতানাং বধ্যঃ" কৃতঘ্ন সর্ব্বপ্রাণীর বধ্য, "তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভূঞ্জতে" কৃতঘ্ন মরিলে পর রাক্ষসাদিও তাহাদের ভক্ষণ করে না।—এই শিক্ষায় সনাতন হিন্দুজাতি গঠিত হইয়াছিল। ভীষ্ম, দ্রোণ এই জন্যই আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তথাপি কৃতঘ্ন হইতে পারিলেন না।

আর কর্ণ! কর্ণ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কর্ণ ইহা জানিতেন, কুন্তীও ইহা জানিতেন, আর জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণ বাহিরে নিতান্ত কঠোর ব্যবহার করিলেও ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দেন নাই। জ্যেষ্ঠ হইয়াও কনিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধে কপটতা করেন নাই। তখনও হিন্দুজাতি কপটতা শিক্ষা করেন নাই! দুর্য্যোধনের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া আপনার সহোদরদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতে বিরত হয়েন নাই। ভিতরে পাষাণ চাপা দিয়া কর্ত্তব্য করিয়াছেন, প্রাণ হারাইবেন জানিয়াও কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেন নাই। হায়! কবে ভারতবাসী আবার কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করিবে?

৩৬

ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ

যে দিক দিয়াই দেখ—ব্যষ্টি বা সমষ্টি, যে ভাবেই বল, ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ লইয়াই এই মায়িক সংসার আড়ম্বর। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, জ্ঞান ও অজ্ঞানের মায়িক বিসম্বাদ মিটিলেই প্রকৃতি ক্ষোভশূন্যা। তখন যে অনন্ত জলধিবক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জলবুদ্বুদ্ ভাসিয়াছিল আবার তাহাতেই ইহা বিলীন হইল। ইহাই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, এখন সৃষ্টি নাই। ইহাই মহাপ্রলয়। যে মায়া সাহায্যে "এক" "বহু" হইয়াছিলেন, সেই মায়া অন্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক একই রহিয়াছেন। ভেদাভেদ সমস্তই মায়া-জন্য। প্রকৃতি হইতে এই ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ দূর হইলেই প্রকৃতির বিরাম ও লয়। জীবও যে মুহূর্ত্তে নিজ হৃদয়ে এই বিবাদ মিটাইল, যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম পরাজিত হইল, জ্ঞান-প্রকাশে অজ্ঞান দূরীভূত হইল, জীব সেই মুহূর্ত্ত হইতে ভগবৎসাগরে সমাধিমগ্ন হইল। কিন্তু, যতদিন অধর্ম্মের জয়, ততদিন প্রকৃতির দারুণ বৈষম্য—ততদিন সৃষ্টি-বিস্তার। অধর্ম্মের জয়ে সৃষ্টি বিস্তার।

ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে দেবাসুর যুদ্ধ, ত্রেতায় রামরাবণের যুদ্ধ, দ্বাপরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ এবং কলিযুগে প্রতি জীবহৃদয়ে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের ঘোর বিবাদ। যে অধর্ম্ম-প্রবাহ আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ইতিহাসাদিতে ইহার এক একটা নাম আছে। সনাতন হিন্দুজাতি এই অধর্ম্মকে পাপ, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, জড়, তমঃ ইত্যাদি বহু নাম দিয়াছেন। জিন্দাভেস্তায় ইহার নাম আহরিমান বা অন্ধকার, বাইবেলে ইহার নাম শয়তান। এই অধর্ম্মকে পরাজয় জন্য নানাজাতির মধ্যে নানাপ্রকার উপদেশ আছে। হিন্দুজাতির সমাজ, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত অনুষ্ঠান এই অধর্ম্ম, অজ্ঞান বা মায়ার হাত হইতে মুক্তি-লাভের নিমিত্ত। হিন্দুজাতি এই অধর্ম্ম কিরূপে জয় করিতে হইবে তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন। ধন-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি, দেব-শক্তির পদতলে পশু-শক্তির একত্র সমাবেশ আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধির জন্য শুভেচ্ছা আবশ্যক—পরে কর্ম্ম করিলেই এই অসুর জয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৭

দিব্যচক্ষু

বঙ্গের কৃতী সন্তানও যখন দিব্যচক্ষুর ব্যাপার বুঝিতে অসমর্থ, তখন ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করাও যে অদ্ভুত সাহস-প্রদর্শন, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। তবে এই পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে বলা যায় যে, অষ্টাঙ্গযোগ বস্তুটি এখনও আছে, এখনও অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিকে আমরা দেখি নাই—তিনি শাস্ত্রকার-গণের কল্পনা হইতে পারেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ কল্পনা বা রূপক হইতে পারেন। কিন্তু যোগ বস্তুটি রূপক নহে এবং এই যোগে অষ্টসিদ্ধি লাভও হইয়া থাকে। দিব্যচক্ষুপ্রদান যোগীর পক্ষে অসম্ভব নহে। ভগবদ্গীতার ১১।৮ শ্লোকে দিব্যচক্ষুর বিষয়ে কথঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। জগতে নূতন কিছুই হইতেছে না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের কার্য্য হইয়া গিয়াছে, কার্য্যসহ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার নিকট ভূত ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। ভগবান্ নিজে যেমন সমস্ত অবগত, জীবন্মুক্তও সেইরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ লোকে যাহা বলে, ভগবান্ বা জীবন্মুক্ত তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান দেখিতেছেন। ইহা অন্যকে দেখাইবার শক্তি তাঁহাদের আছে। অন্যের উপরে তাঁহারা এই শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। দিব্যদৃষ্টির অর্থ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দর্শন-শক্তি। জ্ঞানে সমস্তই দর্শন হয়। আর যাহা একের পক্ষে ভবিষ্যৎ, তাহা আবার অন্যের পক্ষে ভূত (অতীত) বটে। দিব্যদৃষ্টি অসম্ভব নহে। অসম্ভব বলিতে যিনি তৃপ্তিলাভ করেন, তিনি তাহাই করুন, আর কি করিবেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন— "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ" (১১।৮) তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি। ভগবদ্বিশ্বাসীর পক্ষে দিব্যদৃষ্টির সত্যতা-বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। এই স্থলে বিশ্বরূপ দেখিবার শক্তিকেই দিব্যচক্ষু বলা হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যখন বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন, সেই সময় সঞ্জয় হস্তিনাপুরে দিব্যদৃষ্টিতে ইহা দেখিতেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে ঐ দৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। ব্যাসদেব ইহা দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাসদেব জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তের নিকট দূর বা নিকট কিছুই নাই। স্বপ্নকালে আপন হৃদয়ে শত-শত দৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনে হয় কত দূর-দূরান্তরে যেন স্বপ্নজাত বস্তু দেখিতেছি, সেইরূপ জীবন্মুক্ত নিজ হৃদয়েই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পান। ইহাদের নিকট ভূত-ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। ইহারাও ঈশ্বরসদৃশ। ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, ইহারা প্রথমে বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হয়েন—এই প্রভেদ।

৩৮

কিরূপে শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়?

বিষয়-বাসনা দ্বারা দুঃখ হয়, পুনঃপুনঃ জনম-মরণ হয়। যখন মানব বিষয়ভোগে বীতরাগ হয় তখনই সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখন তপস্যা, যোগ ও সাধনে তাহার ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মসঙ্কর না হইয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা উচিত। ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন থাকে। ক্রমে লোকসকল বিনশ্বর, এই বোধ হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষলাভের উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রথমেই বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্য হইলেই পাপত্যাগ হয়, তখন সনাতন ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ-লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

৩৯

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বিষয়

তমোগুণ মোহাত্মক, রজোগুণ সকলের প্রবর্ত্তক, সত্ত্বগুণ প্রকাশক বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যাহাদের ইন্দ্রিয় প্রবল, যাহারা বিবেকবিধুর, রোষপরবশ ও অলস তাহারা তমোগুণান্বিত।

যাহাদের বাসনা প্রবল, যাহারা অত্যন্ত অভিমানী, অসূয়াশূন্য উত্তম মন্ত্রী এবং নিজদিগকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন, তাহারা রজোগুণবিশিষ্ট।

যিনি বিষয়বাসনারহিত, ক্রোধশূন্য, দমগুণযুক্ত অসূয়াশূন্য, তিনি সাত্ত্বিক।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি লোক-ব্যবহার-দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'ন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য হইতে দূরে থাকেন।

৪০

কিরূপে সাত্ত্বিক হওয়া যায়?

অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের লক্ষণ সঞ্চার হইলে অহঙ্কার মৃদু হয়। তখন অন্তর সরল ও প্রসন্ন হয়। মানাপমান থাকে না, কোন বিষয়ে সংশয়ও থাকে না। বৈরাগ্য উদয়ে নারায়ণ ভিন্ন অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তই উপেক্ষিত হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। অহঙ্কার ত্যাগ হইলেই সাত্ত্বিক হওয়া যায়।

৪১

কিরূপে আত্মদর্শন হয়?

জ্ঞানবানেরা অখণ্ডাত্মাবগাহিনী সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। বৈরাগ্যবৃংহিত, ভোগচিন্তাবিরহিত, ব্রহ্মবিচার-পরায়ণ চিত্ত প্রসন্ন থাকে। চিত্তের প্রসন্নতা বলে শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হয়। শুদ্ধচিত্ত (প্রসন্নচিত্ত) ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত অনন্তসুখে মগ্ন থাকেন। অল্পাহারী, মিতভাষী, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মাত্মচিন্তন দ্বারা—যোগসাধন দ্বারা হৃদয়ে আত্মার দর্শন করেন। মনোদীপ দ্বারা আত্মার দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

৪২

সংক্ষেপে মোক্ষধর্ম্ম

ক্রোধ ও লোভ বশীভূত করিলে পবিত্র হওয়া যায়। যাঁহার সকল অনুষ্ঠান কামনাশূন্য, যিনি বিষয়-বাসনা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, গুরুদেব যাঁহাকে সঙ্কেত দ্বারা যোগ উপদেশ করেন—এরূপ ব্যক্তির ভোগতৃষ্ণাতে ঔদাস্য হেতু ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে। ইহাই যোগসংজ্ঞিত ব্রহ্মসংযোগ।

সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিবে। কোন প্রাণীর হিংসা এবং কদাচ কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া ইহ ও পরলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ সতত সংযতব্রত হইবে। অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য ও আত্মজ্ঞান—এই সমস্ত বস্তুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা অল্পাহারী, শাস্ত্রানুগতজীবন, তপঃপরায়ণ, সংযতাত্মা, নিস্পৃহ, মিত ও মিষ্টভাষী মুনিগণের সঙ্গ করিবে। ইহাই সৎসঙ্গ।

যিনি সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ, তিনিই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ ব্রহ্মলাভে সমর্থ। ইহাই মোক্ষধর্ম্ম।

৪৩

কোন্ কোন্ অপকর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরক ভোগ হয়?

যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া যে বিদায় দেয়; বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া যে প্রতিপন্ন করে, ধন বিদ্যমান থাকিতেই নাই বলিয়া যে দানে ও ভোগে পরাঙ্মুখ হয়—এই সকল ব্যক্তির অক্ষয় নরক ভোগ হয়।

৪৪

অসৎসঙ্গ

অসৎসঙ্গ অতিদুর্লক্ষ্য পদসঞ্চারে মনুষ্যকে আক্রমণ করে, অতি নিঃশব্দে মানুষকে যমসদনে প্রেরণ করে। সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিও যদি হয়, তথাপি অসৎসঙ্গ তাহাকে ধীরে ধীরে ভগবান্ হইতে সরাইয়া আনে, ক্রমে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি কলুষিত হয়, নীতি আর থাকে না—মানুষটি তখন অসুর হইয়া নিজের দেবভাব বিসর্জ্জন দেয়; আর অসৎসঙ্গী বুঝিতে পারে না সে নিজের কি অনিষ্ট করিতেছে আর পৃথিবীর কি অপকার করিতেছে।

তাই শাস্ত্র বলেন—যিনি ধীর, অত্যন্ত দয়ান্বিত, যিনি বহু সৎসগুণের আধার, যিনি সদাচারবান্, যিনি নীতিজ্ঞ, যিনি বিধি-নিষেধের বিশেষজ্ঞ ও গুরুসেবী, যিনি জানেন—'আমি আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি চৈতন্য—আমি দেহ নহি—আমি জড় নহি', যিনি হিতাহিত-বিচারপটু, এরূপ পুণ্যাত্মাও যদি পাপভাবনাপরায়ণ কদাচারীর সঙ্গ করেন, তবে তিনিও অল্পে অল্পে অসৎ ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দ্বারা সংক্রামিত হয়েন এবং ক্রমে ক্রমে দুর্জ্জন হইয়া উঠেন। অতএব, অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

"ধীরোঽত্যন্তদয়ান্বিতোঽপি সুগুণাচারান্বিতো বাঽথবা
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিদ্যাবিবেকোঽথবা।
দুষ্টানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ভজেৎ
তদ্বুদ্ধ্যা পরিভাবিতো ব্রজতি তৎসাম্যং ক্রমেণ স্ফুটম্॥
অতঃ সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্ব্বদৈব হি।"
(অধ্যাত্মরামায়ণ)

হায়! আজকালকার দিনে অসৎ কুব্জার পরামর্শে কত সৎ কৈকেয়ী উৎপথগামিনী হইতেছে! হিন্দুর সংসার রামশূন্য অযোধ্যা হইয়া পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া দেবরকে তাড়াইয়া দিতেছেন —ইহাতে কি কুব্জার অসৎসঙ্গ নাই? দেবর ত এতদিন বড় আদরের ছিল, প্রথম প্রথম ত দেবরকে বড় ভাল লাগিত। আজ কোন্ কুব্জার পরামর্শে দেবরকে বনবাস দিতেছ? কত বধূ কত অসৎ মাতার কুপরামর্শে স্বামীর সংসার ছারখারে দিতেছে। কত পুত্র কত শ্বাশুড়ীর কুমন্ত্রণায় পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী সকলকে জন্মের মত অসুখী করিতেছে। এই সমস্ত ব্যভিচারের মূলে অসৎসঙ্গ আছে—কুব্জার কুপরামর্শ আছে। কই সহোদর ভ্রাতাও ত মনে ভাবে না—আমি সুখে থাকিব আর আমার সহোদর ক্লেশ পাইবে? পরের কথায় নিজের বহিঃপ্রাণকে দূর করিয়া দিয়া কি সুখে থাকা যায়? হায়! যে এইরূপ অস্বাভাবিক কুপরামর্শ দেয়, সেই ত কুব্জা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ হিন্দু একথা যেন ভুলিয়াছে। কৈকেয়ীর মত কুব্জাকে বড়ই ভাল দেখিতেছে, কুব্জাকে বড়ই আদর করিতেছে!

৪৫

অসতী

কি ইহলোকে কি পরলোকে সেই সমস্ত স্ত্রীলোককেই অসতী বলা যায়, যাহারা চিরদিন স্বামীর আদর পাইয়াও, স্বামীর ক্লেশের সময় স্বামীকে সম্মান করে না—স্বামীকে অনাদর করে। সেই অসতীদিগের স্বভাব এই যে, ইহারা স্বামীর সম্পদের সময় সকল প্রকার সুখভোগ করিয়াও বিপদকালে অতি অল্প দুঃখ পাইলেও স্বামীকে দোষ দেয়, তিরস্কার করে, এমন কি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহারা মিথ্যা কথা কয়, ভাল কথাকে বিকৃত করিয়া লঘু করিয়া দুষ্টকার্য্য অনুসরণ করে, ইহাদের হৃদয় নাই - স্বামীর প্রতি ইহারা সর্ব্বদা বিরস, ইহারা কুলটা, ইহারা পরপুরুষের প্রসঙ্গ-ব্যাপার মনে মনে পোষণ করে, ইহারা অল্প কিছুতেই এককক্ষণেই অনুরাগ ত্যাগ করে, ইহারা স্বামীর প্রশস্ত কুল উপেক্ষা করে, স্বামীকৃত পূর্ব্ব উপকার তুচ্ছ করে, স্বামীর বিদ্যা ও ধর্ম্ম গ্রাহ্য করে না, স্বামীদত্ত বসনভূষণাদি অতি তুচ্ছ মনে করে, ইহারা ইহাদের দোষ দেখাইয়া দিলেও দোষ অস্বীকার করে, এই সমস্ত দোষও এই অসতী স্ত্রীলোকের হৃদয়কে দ্রব করে না— ইহারা ইহাদের পাপবৃত্তি ত্যাগ করে না। কেন করে না? কারণ অসতী স্ত্রীলোকেরা অনিত্যহৃদয়া—অব্যবস্থিতচিত্তা। কিন্তু যাঁহারা সাধ্বী, যাঁহারা পতিব্রতা, তাঁহাদের আচরণ সুন্দর, তাঁহারা কখন মিথ্যা কথা কহেন না, তাঁহারা গুরুজনদের উপদেশ মান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, তাঁহারা কুলমর্য্যাদা কখন লঙ্ঘন করিয়া কুলকে কলঙ্কিত করেন না। যে সমস্ত স্ত্রীলোকের এই সমস্ত গুণ আছে তাঁহারা পরম পবিত্র পতিকেই সমস্ত ধর্ম্মসাধন হইতে শ্রেষ্ঠ জানেন।

"সাধ্বীনাং তু স্থিতানান্তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে॥"

(বাল্মীকীয় রামায়ণ)

৪৬
কাম

জীবের সম্বন্ধে মায়া যেমন দুরত্যয়া, সেইরূপ প্রবৃত্তিমার্গে স্ত্রীলোকও দুরত্যয়া। শুভমার্গের স্ত্রীলোককেও স্বতন্ত্রতা দাও—স্বতন্তরা হইতে দাও, দেখিবে ইহারা কতদূর প্রচণ্ডচণ্ডী। স্বামী গুণবান্, স্বামী যশস্বী, স্বামী জগৎমান্য, তথাপি স্ত্রী তাঁহার প্রতি সদাই কর্কশ ব্যবহার করে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, যদি জিজ্ঞাসা কর, বলিব স্ত্রীজনের এই বল কামের বল।

কাম একবার ভোগ করা হইলে আপনা হইতে কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না। কাম বস্তুটা সর্ব্বদা বাহির লইয়াই ছুটাছুটি করে, সর্ব্বদা জীবকে অসন্তুষ্ট রখে। অসন্তোষই কামের চিহ্ন। আর,যা'র যত কাম তা'র আবার ক্রোধও তত। যা'র চিত্ত যত বহির্মুখ, তা'র কামও তত প্রবল, ক্রোধও তত ভীষণ। কামটাই প্রতিহত হইয়া ক্রোধমূর্ত্তি ধারণ করে। বলিতেছি—যেখানে বিষয়াসক্তি যত প্রবল সেখানে বিশ্বনর্ত্তকী-স্বরূপিণী অবরণীয় ভর্গের ততই বিচিত্র কামস্পন্দন, বিচিত্র ক্রোধস্পন্দন আর বিচিত্র লোভস্পন্দন। জীবরূপী শিবের বক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরাভয়প্রদায়িনী অসিমুণ্ডধারিণী বরণীয় ভর্গের নৃত্য এই কাম, ক্রোধ, লোভ-পরিপুষ্ট অসুরের বিনাশ জন্য। জীব, নিবৃত্তি-স্বরূপিণী বরণীয় ভর্গরূপিণী বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্য ভিন্ন শিবরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা—ইহা কেবল আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য।

৪৭

পুরুষকার

শ্রীভগবান্ যে গীতাতে বলিতেছেন আমি "পৌরুষং নৃষু" মনুষ্যের মধ্যে আমি পৌরুষ,—এই পৌরুষ—এই পুরুষকার হইতেছে শাস্ত্রীয় পুরুষকার। মনুষ্যের শাস্ত্রীয় পুরুষকারই শ্রীভগবান্। যে পুরুষ শাস্ত্রমত শরীর, বাক্য ও মনঃস্পন্দনে অনলস তিনিই পুরুষকারসম্পন্ন। যথার্থ পুরুষকারের স্ফূরণ হইলে সম্বিৎস্পন্দ হইবেই,—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ। যথার্থ পুরুষকারের প্রয়োগে মনঃস্পন্দ হইবেই,— ইহাই সর্ব্বদা ভগবান্ লইয়া থাকিবার প্রবল ইচ্ছা। যথার্থ পুরুষকারে হৃদয়স্পন্দন হইবেই,—ইহাই হইতেছে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং ইন্দ্রিয়ের রাজা মন দ্বারা ভজনানুষ্ঠান। তবেই হইল, জ্ঞান ইচ্ছা ও কর্ম্ম দ্বারা যে শ্রীভগবানের পথে চলা—শ্রীভগবানের জন্যই ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম করা—ইহারই নাম 'পুরুষকার'।

নিয়তি—নিয়ম—ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই নিয়তি রোধ করিতে কাহারও শক্তি নাই। যাহা নিয়তি যাহা ঈশ্বরের নিয়ম তাহাকে অন্যরূপ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবেন, দিবার পরে রাত্রি আসিবে ইত্যাদি হইতেছে নিয়তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিয়তি মনুষ্যের মধ্যে যখন কার্য্য করে তখন ইহাই প্রকৃত দৈব। কোন কার্য্য বেশ চলিতেছে কিন্তু হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া গেল, আর যে কার্য্যের কোনও সঙ্কল্প মানুষের মধ্যে কখন জাগে নাই, তা'ই ঘটিল—ইহা রোধ করিতে মানুষের সাধ্য নাই। সাধারণ মানুষ যাহাকে দৈব বলে তাহার নাম অদৃষ্ট—ন দৃষ্ট—যাহা কখন দেখা হয় নাই। ইহা হইতেছে ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন কর্ম্ম—ইহাও কিন্তু প্রাক্‌ভবীয় পুরুষকার। সাধারণে যাহাকে দৈব বলে সে দৈব কিন্তু নাই।- কারণ আজ যাহা দৈব হইয়া আসিতেছে তাহা পূর্ব্বের পুরুষকার মাত্র। প্রাচীন কর্ম্মসমূহকেই লোকে দৈব বলে—আর ঈশ্বর-পথে চলিবার নূতন কর্ম্ম হইতেছে পুরুষকার। তদ্ভিন্ন সমস্তই উন্মত্ত চেষ্টা।

৪৮

দৈব

"যদচিন্ত্যন্তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে" (রামায়ণ, অযোধ্যা ২২।২০)—যাহা অচিন্ত্যনীয়—কোন দেশে, কোন কালে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহা এইরূপ—ইহা যৎসম্বন্ধে নিশ্চিত হয় না, এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত ভূতে যাঁহার প্রভাব প্রতিহত হয় না—তাহাই 'দৈব' বা নিয়তি।

শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—সৌমিত্রে! দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে কাহার সাহস হয়? কর্ম্মের ফলাফল না দেখিয়া, যে দৈব দেবতাকে কেহই জানিতে পারে না; বল, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে কে? সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-অলাভ, বন্ধ-মোক্ষ বা উৎপত্তি-বিনাশ এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু (দৈবের নিজের মত) অচিন্ত্যকারণবিশিষ্ট কার্য্য, তাহা নিশ্চয়ই দৈবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য বলিয়া জানিও। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত বিপদের বা সম্পদের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাই দৈবকৃত মনে করিও। বিশ্বামিত্রাদি উগ্রতপা ঋষিগণও দৈবকর্ত্তৃক প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া তীব্র নিয়মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কাম, ক্রোধের বশে আসিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

"কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে! যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্ম্মণোঽন্যন্ন দৃশ্যতে॥
সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যচ্চ কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ॥
ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
উৎসৃজ্য নিয়মান্ তীব্রান্ ভ্রংশ্যন্তে কামমন্যুভিঃ॥"

(রামায়ণ, অযোধ্যা ২২।২১-২৩)

কোনটি দৈব কার্য্য তাহা নিশ্চয় করিবে কিরূপে জান?

"অসঙ্কল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
নিবর্ত্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ॥" ২৪

যত্নপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে—সেই কার্য্যকে নিবারণ করিয়া অকস্মাৎ এমন কর্ম্ম উঠিল, যে কার্য্যের কোন সঙ্কল্প পূর্ব্বে কখন করা হয় নাই—আর সেই আকস্মিক কর্ম্মের কোন কারণও দেখা গেল না, তাহাই দৈবের কর্ম্ম।

এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা—এই যথার্থ বুদ্ধিযোগে, চিত্তকে চিত্ত দ্বারা নিয়মিত করিলে কোন ঘটনাই কাহাকেও পরিতপ্ত করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৯

কিরূপে শিষ্টাচার লাভ করা যায় ?

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য ইহার শিষ্টাচারের অঙ্গ। আশা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, কপটতা ত্যাগ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠান করিলে শিষ্টাচার লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও অক্রোধ পালন-পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা ও শক্তি অনুসারে দান করা উচিত। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ—ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না, দম না থাকিলে সত্য থাকে না, বিনা সত্যে জ্ঞান নাই, আর জ্ঞান বিনা বেদ নিষ্ফল।

নাস্তিক, ক্রূরমতি, পাপী ও অমর্য্যাদককে ত্যাগ কর, জ্ঞান আশ্রয় কর, ধার্ম্মিকের সেবা কর।

ধৈর্য্যনৌকা অবলম্বন করিয়া কামক্রোধরূপ কুম্ভীরগণসমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়-সলিলে পূর্ণ জন্মনদী উত্তীর্ণ হও। অহিংসা অভ্যাস কর, অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। পরের অনিষ্ট চিন্তা করা নিতান্ত অনুচিত। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।"

বেদোক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচার – এই তিনটি শিষ্ট ধর্ম্ম। শিষ্ট ধর্ম্ম পালন কর। শিষ্টই মহাজন।

'শিষ্ট' অর্থ বেদপ্রামাণ্যবাদী ; বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারাই 'শিষ্ট'। শিষ্ট-পরিগৃহীত স্মৃতি সকলও (ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহও) ধর্ম্মের প্রমাণ। যেহেতু বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং স্মৃতির নিবন্ধকর্ত্তা অভিন্ন, এই কারণে শিষ্টপরিগৃহীত মন্বাদি স্মৃতি অবশ্যই প্রমাণ হইবে—"অপি বা কর্ত্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ" (মীমাংসাদর্শন ১৩।২)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫০

শ্রীরামচন্দ্র পরমাত্মা

আজকালকার ইংরাজীশিক্ষিত কোন কোন গ্রন্থকার বলেন 'রাম মানুষ। মানুষ বলিয়াই আমাদের মত তাঁহারও শোক-দুঃখ হইয়াছিল। রাম পরমাত্মা একথা বাল্মীকি বলেন নাই।' যদি দেখান যায় ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে বহুবার বলিয়াছেন "রামই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু" তাহাতে ঐ সমস্ত ইংরাজী পণ্ডিত বলিবেন ঐ সব স্থান প্রক্ষিপ্ত। আর রামই যে বিষ্ণু এ কথা আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে থাকিতে পারে, কিন্তু আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখা নহে। যাহা বাল্মীকির লেখা সেই অযোধ্যাকাণ্ডে ইহা নাই। কিন্তু যদি দেখান যায় অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গের সপ্তম শ্লোকে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

"স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥"

(উদীর্ণস্য দৃপ্তস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ দেবৈঃ অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সনাতনঃ বিষ্ণুঃ মানুষে লোকে জজ্ঞে আবির্ভূতঃ) বলদৃপ্ত রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবতাগণ প্রার্থনা করায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তবে ইঁহারা কি বলেন? ভগবান্ বাল্মীকি সপ্তকাণ্ডের বহু স্থানেই রামকে পরমাত্মা বলিয়াছেন। আজকালকার ইংরাজীশিক্ষিত সংশয়গ্রস্ত মনুষ্য প্রক্ষিপ্তবাদ দিয়া রামকে কেবল মানুষই বলিতে চান। কেন যে পূর্ণব্রহ্ম রামকে ইঁহারা মানুষ বলিতে চান তাহার কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই সমস্ত ঐ একরূপ মানুষ পরকালও মানিতে চাহেন না, ঈশ্বরও মানিতে চাহেন না, নিরাকারের নরাকাররূপ অবতারও মানেন না। ইহারা প্রায়ই স্বভাববাদী। ইহারা যাহা ভাল লাগে তাহাই করেন, পাপ-পুণ্য বড় একটা মানেন না। মানিতে গেলে ইহারা বড় বিপদে পড়েন। কারণ, সকল কর্ম্মের সমুচিত ফল যদি শাস্ত্রমত ইহারা প্রাপ্ত হয়েন তবে ইহারা মনে করেন, ইহাদের আর কোন উপায় নাই। এইজন্য ইহারা পরকাল ইত্যাদি উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান। যাঁহারা পরকাল মানেন, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা অসভ্য বর্ব্বর ইহাই ইহাদের মত। হেকেল আদি নাস্তিকচূড়ামণিগণকেই ইহারা প্রচ্ছন্নভাবে গুরু স্বীকার করেন। ইহারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করেন—কত লোকের বিশ্বাস নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের মত অসুখী করিতেছেন, তাহার সংখ্যা করিবে কে? এই সমস্ত 'সর্ব্বভুক্' শিক্ষিতাভিমানী মানুষ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে বুঝি ভগবান্ কল্কি ভিন্ন আর কেহই নাই। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" বেদের উপদেশ এই। সর্ব্বভুক্ মানুষ যে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে পারেন না তাহা যুক্তিযুক্ত।

ঋষিগণ যদি বুঝাইয়া না দিতেন তবে "স্বরূপং রামস্য দুর্ব্বোধং মহতামপি" রামের স্বরূপ মহৎ ব্যক্তিরও দুর্ব্বোধ হইত। এই জন্যই দেবাদিদেব মহাদেব জগজ্জননী পার্ব্বতীর সংশয় ছেদন করিয়া 'অধ্যাত্মরামায়ণ' বলিয়াছেন। যে বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণেরা প্রথমেই উপাসনা করেন—আচমনেই "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" বলিয়া যাঁহাকে নিত্য স্মরণ করেন—স্ত্রী ও শূদ্রগণও যাঁহাকে 'নমো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুঃ' বলিয়া স্মরণ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অধিকার লাভ করেন. সেই বিষ্ণুর রহস্য-মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র। তিনি কেন সীতার শোকে কাঁদিয়াছিলেন আর জগন্মাতা কৌশল্যার নিকটে রামের শোক কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইলেও সীতার নিকটে ঐ শোক কেন অধিক হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা ভক্তজনে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে জপা পুষ্প আনয়ন করিলেই স্ফটিক লোহিত বর্ণ ধারণ করে। ভক্তের হৃদয়গত ভাব নির্ম্মল স্বচ্ছ ভগবৎমুকুরে প্রতিফলিত হইবেই। অজ হইয়াও যিনি ভক্তচিত্তানুসারে আকার গ্রহণ করেন 'ভক্ত-চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" তিনি যে ভক্তের শোকে দুঃখীর মত দেখাইবেন ইহা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহা যদি না হয় তবে নিরাকারের নরাকারে অভিনয় হওয়াই অসম্ভব। "রামচন্দ্র সীতার আঁচল ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন"—এইরূপ উক্তি এই সমস্ত গ্রন্থকারগণের অবিশ্বাসের উৎকট উদ্গার মাত্র। ইহাদের বিলাতি গুরুজিগণ ইহাদের মস্তকে যে অবিশ্বাস ঢালিয়া দিয়াছেন তাহাই ইহারা চারিদিকে ছড়াইয়া বিশ্বাসী জনগণকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবেন, ইহাই ইহাদের কার্য্য। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" শ্রীগীতার এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা এই সমস্ত গ্রন্থকারের জীবনে ও তাঁহাদের শিষ্যগণের জীবনে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে -- আমরা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করি ইনি যেন অবিশ্বাসী, নাস্তিক, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি জনগণকে কৃপা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫১

লীলাচিন্তা

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পূটপাকে মনকে তাপ না দিতে পারিলে—মনকে তপস্যা করাইতে না পারিলে মানুষের কখন শান্তিলাভ হইবে না। ঈশ্বর-চিন্তার অভ্যাসই অভ্যাস আর ঈশ্বর ভিন্ন অপর চিন্তা দূর করার জন্যই বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হয়। মানুষের তপস্যার বা ঈশ্বর-ভাবনার প্রধান বিঘ্নই হইতেছে মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ—বা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয়চিন্তা। মুখে কত লোক হরি হরি করে কিন্তু সেই সময়েই মনে কত কি বিষয়ের চিন্তা করে, কত কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে। মনকে প্রলাপশূন্য করিয়া ঈশ্বর-ভাবনা যিনি করিতে পারেন, তিনিই বৈরাগ্য ও অভ্যাসের পূটপাকে চিত্তশুদ্ধি করিতে পারেন। মন রাগদ্বেষশূন্য হইয়া নির্ম্মল হইলেই মরিচানির্ম্মুক্ত লৌহখণ্ডের মত ঈশ্বর-চুম্বকে লাগিবেই—মন নির্ম্মল হইলেই ঈশ্বরের আকর্ষণ অনুভব-সীমায় আইসে। কলির জীব কঠিন তপস্যা করিতে পারে না, এই জন্য ঋষিগণ লঘূপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই লঘূপায় হইতেছে লীলাচিন্তা।

লীলাচিন্তার সহজসাধ্য সাধনা হইতেছে শ্রীভগবানের সঙ্গে যাঁহারা কথা কহিয়াছেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণেও শ্রীভগবানের বাক্য, মনের কর্ণে শ্রবণ করা। ইহার অভ্যাসে সহজে বিষয়-ভাবনা মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায়; তখন ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়পুণ্ডরীকে শ্রীভগবান্‌কে জ্যোতির মধ্যে বসাইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়া জীবনটাকে সরস করিয়া তুলিতে পারা যায়। ইহার সহিত শ্রীভগবান্‌ই চৈতন্য, ইনিই আমার আত্মা, ইনি আমার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার—সকলের উপর কৃপা করিয়া নিরাকার হইয়াও নরাকারে এই লীলা করিয়াছিলেন, নির্গুণ সগুণ হইয়াও আত্মা হইয়া আমার পূজা লইবার জন্য মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, এখনও সেই "সরযূ-তীরবিহারা ধৃতকৌস্তুভমণিহারা" তেমনি করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন,—ইহার ভাবনা আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা মধুময় শ্রীভগবানে ডুবাইয়া রাখে। আবার যখন আমরা ভাবনা করি আমার আত্মা আমায় যেমন কখন ত্যাগ করেন না—শত অপরাধ হইয়া গেলেও তিনি ক্ষমা করেন—আহা! এই ক্ষমাসার ভগবানের শরণে আমি আসিলাম, আমার সমস্ত অপরাধের ক্ষমা হইল, আমি নির্ম্মল হইলাম—আমি এখন শ্রীভগবানের আজ্ঞামত নিত্য কর্ম্ম করিয়া, শ্রীভগবানের জীবসেবায় তাঁহার সেবা করিয়া, একান্তে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া, ধারণা ধ্যানান্তে তাঁহার গুণে, তাঁহার রূপে, তাঁহার স্বরূপে ভরিয়া গিয়া, তাঁহার হইয়াই জীবন সফল করিতে পারিব—এই উদ্যম জাগাইয়া সংসার-পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম, এখন আমার আর ভয় নাই, যাহা হয় হউক আমি সকল অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে কথা কহিয়া অন্য সমস্ত অগ্রাহ্য করিবার শক্তি পাইলাম—আমি ধন্য হইয়া গেলাম—এই সহজ সাধনা যিনি করিতে পারিলেন তাঁহার আর সংসারে ভয় কি থাকিল?

জগতের প্রবল হাহাকারে নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ যখন কাতরভাবে ভগবানের সাহায্য চাহিয়া ঘন-ঘন তাঁহার নাম করে, তখনই মানুষের যথার্থ উপকার সাধিত হয়। "উপকার" এই শব্দের অর্থ হইতেছে উপ=সমীপে; কার=করিয়া দেওয়া। যাহা শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী করে তাহাই 'উপকার'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক বস্তুটি মানুষের মনকে জগতের সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়। সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য আনিতে পারিলে ভগবানে অনুরাগ হয়। ভগবানের লীলা স্মরিয়া-স্মরিয়া অন্য সমস্ত ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করিয়া অনুরাগে ভগবানের নাম করা সংসার-পরিত্রাণের লঘূপায়। শ্রীভগবানের লীলার দৃশ্যের মধ্যে যে অবস্থায় যাহা উপযোগী তাহা দেখিয়া-দেখিয়া তাঁহার নাম করা—ইহাই সংসার পার হইবার সহজ উপায়।

❀ ওঁ তৎ সৎ ❀

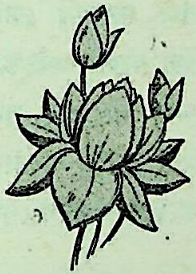

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীঃ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে

যিনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না।

—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট ? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালীও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্র-রূপ ভাণ্ড-ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে, চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবন-ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক ইংরেজ-চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, সমাজ-সংস্কারের গাড়ীতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানি-গাছে স্বার্থ-সর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তৈল বাহির করিতেছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য, এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণ-ভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষ-ভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়।

—অনুকরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে 'মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির' উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজ সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।

—কমলাকান্তের দপ্তর

[এ দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সাধু-সন্ন্যাসী নামে পরিচিতেরাও বাহ্য সম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—তাঁহারা ডিস্‌পেন্‌সারি, হাঁসপাতাল, স্কুল-কলেজ, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াই কৃতার্থতা-বোধে নৃত্য করিতেছেন! হায় রে পরদেশের অনুকরণপ্রিয়তা !!]

তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজেরা জানে না তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিয়াও ব্যবহার করিতেন না। ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই।

—রজনী

যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলাভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

—বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম।

—ধর্ম্ম এবং সাহিত্য

ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি,—শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হয়, তাহার মোহিনী মূর্ত্তি অপেক্ষা মনোহর আর কি আছে?

—ধর্ম্ম এবং সাহিত্য

হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-সুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

—ধর্ম্মতত্ত্ব

আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই–ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বর-ভক্তির সহিত মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

—কমলাকান্তের দপ্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ।

—চিত্তশুদ্ধি

যিনি এই পাপপূর্ণ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু মনে করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

—বহুবিবাহ

ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism-প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশ-বাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন।

—ধর্ম্মতত্ত্ব

তোমার বাহ্যসম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না। যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমি চাহি না।

—কমলাকান্তের দপ্তর

❀ ওঁ তৎ সৎ ❀

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুঃ

কীর্ত্তন-পদাবলী

১। জয় গুরু মাধব শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

২। গণপতি গৌরী শঙ্কর শ্যাম। রাধেকৃষ্ণ সীতারাম॥

৩। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা শিবা জয়।
কাল-বিনাশিনী কালী তারা জয়॥

৪। শিব দুর্গা কালী বল। রাম শ্যাম হরি বল॥

৫। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল।
হরি হরি, হরি হরি, হরি হরি, হরি বল॥

৬। বল হরি বল, হরি হরি বল, গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ বল॥

৭। হর বম্, শিব বম্, হর হর বম্ বম্। ২

৮। ববম্ ববম্ বম্, বববম্ বববম্। ২

৯। হর হর হর মহাদেব সদাশিব।
বম্ বম্ বম্ মহাদেব সদাশিব॥

১০। হর শিব শঙ্কর ভোলা মহেশ্বর।
সাম্ব সদাশিব শশাঙ্কশেখর॥

১১। শিব হর শঙ্কর গৌরীশম্, বন্দে গঙ্গাধর-মীশম্।
রুদ্রং পশুপতি-মীশানম্, কলয়ে কাশীপুরীনাথম্॥

১২। শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ।
পার্ব্বতীপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরম্॥

১৩। জয় শিব শঙ্কর হিমাংশুশেখর গঙ্গাধর ত্রিপুরারি।
রাম নারায়ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ বামন হরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ কালী কল্পতরু, শিব জগদ্‌গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম।

১৫। জয় মা ভবানী, ভবহারিণী। ভবতারিণী শিবানী মা॥

১৬। ভবানী ভবানী ভবানী জননী। ভবানী ভবানী ভবানী মা॥

১৭। জগজননী জয় জয় মা, জগজননী জয় জয়।
ভয়হারিণী ভবতারিণী, ভবভামিনী জয় জয়॥

১৮। হর দুর্গে, হর দুর্গে, দুর্গে দুর্গে হর হরে।
হর কালি, কৃষ্ণ কালি, রাম কালি, হর হরে॥

১৯। জয়তি শিবা শিব জানকী রাম, গৌরীশঙ্কর সীতারাম।
জয় রঘুনন্দন, জয় সিয়ারাম, মুরলীমনোহর রাধেশ্যাম॥

২০। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব॥

২১। গোবিন্দ জয় হরি, গোপাল জয় হরি।
গোবিন্দ হরি হর, গোপাল হরি হর॥

২২। জয় গোবিন্দ জয় গোপাল। কেশব মাধব দীনদয়াল॥

২৩। জয় গোবিন্দ জয় গোপাল। ভজ কৃষ্ণ ব্রজলাল॥

২৪। জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় গোবর্দ্ধন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমধুসূদন॥

২৫। জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় নারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥

২৬। রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে।
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে॥

২৭। শ্যামসুন্দর মদনমোহন, রাধে গোবিন্দ প্যারে।

২৮। শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র,
জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় শ্রীগোবিন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ,
রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র ॥

২৯। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে, ভক্তানুকম্পিন্ ভগবন্মুরারে।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥

৩০। গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে,
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥

৩১। হরে রাম, হরে রাম, হরে রাম হরে।
ভজ মন নিশিদিন রাম প্যারে ॥

৩২। জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় রাম।
শ্রীরাম জয় রাম, জয় জয় রাম ॥

৩৩। রাম ভজ, রাম ভজ, রাম ভজ রাম।
রাম রাম, রাম রাম, রাম রাম রাম ॥

৩৪। রঘুপতি রাঘব রাজারাম। পতিতপাবন সীতারাম ॥
জয় রঘুনন্দন, জয় ঘনশ্যাম। জানকীবল্লভ সীতারাম ॥
সীতারাম জয় সীতারাম। রাজারাম জয় রাজারাম ॥

৩৫। নারায়ণপরা বেদা, নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা গতি, র্নারায়ণপরা মুক্তিঃ ॥

৩৬। রাম নারায়ণানন্ত, মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

৩৭: হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৮। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে ॥

৩৯। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥

৪০। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ॥

৪১। গুরু নারায়ণ, গুরু নারায়ণ। নারায়ণ গুরু, গুরু নারায়ণ ॥

৪২। শিব নারায়ণ, শিব নারায়ণ। নারায়ণ শিব, শিব নারায়ণ ॥

৪৩। হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ। নারায়ণ হরি, হরি নারায়ণ ॥

৪৪। রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ। নারায়ণ রাম রাম নারায়ণ ॥

৪৫। হরে রাম হরে, হরে রাম হরে। হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে

৪৬। দশরথনন্দন কৌশল্যাজীবন, সীতাপ্রাণধন, অহল্যা উদ্ধারী।
ব্রজরাজনন্দন, যশোদাজীবন, রাধাপ্রাণধন, মুকুন্দ মুরারী ॥

৪৭। বদ্রীনাথায় নমঃ, কেদারনাথায় নমঃ।
অমরনাথায় নমঃ, জগন্নাথায় নমঃ ॥

৪৮। নমঃ শিবায় ভজ নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায় ভজ নমঃ শিবায় ॥

৪৯। রামনাথ জগন্নাথ, ধূর্জ্জটে নীললোহিত।
নীলকণ্ঠ মহাদেব, রামেশ্বর সদাশিব ॥

৫০। হর হর হর মহাদেব শম্ভো, কাশী-বিশ্বেশ্বর গঙ্গে।

৫১। শিবঃ কাশী, শিবঃ কাশী, কাশী কাশী শিবঃ শিবঃ।
শিবো গঙ্গা শিবো গঙ্গা, গঙ্গা গঙ্গা শিবঃ শিবঃ ॥

৫২। গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে।
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৩। ভজ গৌরীশং, ভজ গৌরীশং, গৌরীশং ভজ মন্দমতে।
অন্যোপায়ং নহি নহি সত্যং, গেয়ং ভবেশ মহেশ নিত্যম্ ॥

৫৪। ভজ সীতেশং, ভজ সীতেশং, সীতেশং ভজ ভোগমতে।
মোক্ষোপায়ং নহি নহি অন্যং, গেয়ং শ্রীরামনামসহস্রম্ ॥

৫৫। ভজ গোপীশং, ভজ গোপীশং, গোপীশং ভজ কামমতে।
মোক্ষমার্গং নহি নহি ভিন্নং, গেয়ং রাধেশ রমেশ নিত্যম্ ॥

৫৬। এক ব্রহ্ম বিবিধ নাম, অজ অনূপ পূর্ণকাম।
সুন্দর সুখকর ললাম, ভ্রম ত্যজি ভজ আট যাম ॥

৫৭। রাম-নাম লড্ডূ, গোপাল নাম ঘী।
হর কে নাম খঁডক্ষীর, ঘোঁট ঘোঁট পী ॥

৫৮। ছোটী ছোটী গৌএঁ, ছোটে ছোটে গোয়াল।
ছোটে হৈঁ মেরে মদনগোপাল।

৫৯। প্রেম সে কহো, জয় সিয়ারাম জয়, জয় সিয়ারাম।
মিলকর কহো, জয় রাধেশ্যাম জয়, জয় রাধেশ্যাম ॥

৬০। শ্রীগুরুজীকা কীর্ত্তন, শ্রীগুরুজীকা কীর্ত্তন, হম রোজ গায়েঁগে।
অবাধ বনকর সংসার সে হম ছুট্ জায়েঁগে ॥

৬১। হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
রাধাকান্ত গোপীনাথ মদনমোহন ॥

৬২। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে খলু মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে ॥

৬৩। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ॥

৬৪। হর হর হর নমঃ শিবায়। হর হর হর নমঃ শিবায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন

তন্ সে কহো, মন্ সে কহো, কৃষ্ণ কহো, রাম কহো।
সীতাপতি রাম কহো, রাধাবর শ্যাম কহো॥ ১
রঘুকুল-সুখ-কন্দ কহো, যাদবকুলচন্দ-কহো।
সৎ-চিৎ-আনন্দ কহো, নিশিদিন নির্দ্বন্দ্ব কহো॥ ২
শোভা কে ধাম কহো, নীলাম্বুজ শ্যাম কহো।
পরম মধুর নাম কহো, কৃষ্ণ কহো, রাম কহো॥ ৩
কোশল ভূপাল কহো, গোকুল-গোয়াল কহো।
গো দ্বিজ-প্রতিপাল কহো, দুষ্টোঁ কা কাল কহো॥ ৪
মুরলীধর শ্যাম কহো, শারঙ্গধর রাম কহো।
সুবহ্ কহো, শাম কহো, নিশিদিন নিষ্কাম কহো॥ ৫
লোচন-অভিরাম কহো, পূর্ণকলা-ধাম কহো।
বেকল! অবিরাম কহো, কৃষ্ণ কহো, রাম কহো॥ ৬

❀ ওঁ তৎ সৎ ❀

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদত্ত মন্ত্র তুমি জপ অনিবার,
গুরু, মন্ত্র, ইষ্টে করি একত্ব স্থাপন।
জপ মন্ত্র, লিখ মন্ত্র, মন্ত্র কর সার,
শ্বাসে শ্বাসে জপ মন্ত্র, জুড়াবে জীবন॥

সর্ব্বদা নাম করা তখন হয়, যখন শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে অভ্যাস করা হয়। শ্বাস ত সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে। এই শ্বাসের সঙ্গে নাম-জপ মাখাইয়া ফেলিলে, শ্বাসে লক্ষ্য রাখিলে, নাম-জপ চলিবেই। সর্ব্বদা নাম জপের সঙ্কেত মাত্র করা হইল, ইহার অভ্যাসে মানুষ নিজ জীবনকে সফল করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঃ

পরমারাধ্য অনিকেত অনন্তশ্রীমৎ শ্রীশঙ্করস্বামীজী
শ্রী শ্রীশঙ্কর তীর্থ জীউ মহারাজ—লিখিত

ধাৰ্ম্মিক গ্রন্থাবলী

(ক) বাঙ্গলা

১। সাধন-সহায় (৩য় সং)	৩৲	১৩। বিচার-ধারা	২৲
২। ঐ পরিশিষ্ট	১৲	১৪। মৃত্যুর পরের অবস্থা	২৲
৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ"	॥০	১৫। প্রবন্ধ-রত্নাবলী	২৲
		১৬। দীক্ষাদানের অধিকারী	॥০
৪। সমন্বয়	॥০	১৭। দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য	॥০
৫। ভক্তি ও জ্ঞান	॥০	১৮। চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস	॥০
৬। তত্ত্ব-নিরূপণ	১৲	১৯। শৈবদর্শন	৵০
৭। দীক্ষাতত্ত্ব-বিচার	১৲	২০। কলিতে বলি নিষিদ্ধ	৵০
৮। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত	১৲	২১। কলিবর্জ্য কর্ম্মসমূহ	৵০
		২২। তন্ত্রোক্ত কুলাচার	৵০
৯। উপদেশামৃত ১ম খণ্ড	১॥০	২৩। বেদশাস্ত্রে কুত্রাপি গোবধের কথা নাই	৵০
১০। ঐ ২য় খণ্ড	৸০		
১১। জগতের মূলকারণ	৩৲	২৪। গৌতম বুদ্ধ অবতার ছিলেন না	৵০
১২। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ	২৲		

(খ) হিন্দী

১। আত্মপ্রসঙ্গ ১।০ ২। সন্ধ্যাবিধিঃ ॥০ ৩। বলিবৈশ্বদেববিধিঃ ।০
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সংস্কৃতব্যাখ্যামণ্ডিতা) ৪৲

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রকাশ রায়,
৩৩৮।এ, জাতেপুর রেলওয়ে কলোনী,
গোরক্ষপুর (ইউ, পি,)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi